www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ২২ আশ্বিন – ২৮ আশ্বিন, ১৪২২ ঃ ১০ অক্টোবর – ১৬ অক্টোবর, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 50, 10 October - 16 October, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিনটা কাটল পুরো ভোটের ছন্দে। বিধাননগর, আসানসোল, বালি পুরভোট ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে ভোট হল এদিন। এই নির্বাচন ঘিরে সংঘর্ষ, অশান্তি আর বিতর্কের অন্ত নেই।

রবিবার : এদিনও শুধুই গত দিনের ভোটের উত্তাপ। বিরোধীদের পুনর্নির্বাচনের দাবি, শাসকদের পাল্টা দাবি, সাংবাদিকদের যন্ত্রণায় দিনটি গণতন্ত্রের মূর্তমান যন্ত্রণা হয়ে রইল।

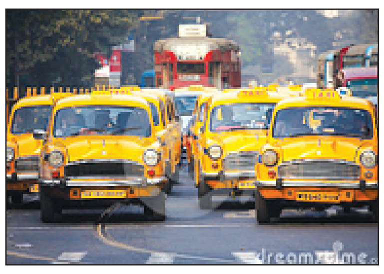

সোমবার : এত আধুনিক ট্যাক্সি পরিষেবার হাতছানি, প্রতিযোগিতা তবুও কলকাতার ভয়ঙ্কর ট্যাক্সিরাজের অবসান হল না। পাটুলির গ্রিন ভিউ এলাকায় রিভলবার উঁচিয়ে যাত্রীর সর্বস্ব লুঠ করল এক ট্যাক্সিচালক। ট্যাক্সি সংগঠনের বিমলবাবুরা যাই বলুন এই ঘটনা বলছে মানুষ আরও আপন করে নেবে আধুনিক ট্যাক্সি পরিষেবাকে।

মঙ্গলবার : ম্যালেরিয়া চিকিৎসার যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার করে নোবেল পেলেন চিনের ইউইউতু। আরও দুই রোগের চিকিৎসার জন্য নোবেল পাচ্ছেন আয়ারল্যান্ড ও জাপানের দুই বিজ্ঞানী। তবে ম্যালেরিয়ার ওষুধ এলে উপকৃত হবেন ট্রপিকাল অঞ্চলের আপামর মানুষ।

বুধবার : সাংবিধানিক আর এক সংকট তৈরি করলেন প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায়। ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন পদত্যাগ করে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন। হাল ধরতে এলেন অভিজ্ঞ প্রশাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার : মেগাসিটি কলকাতার মেগা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো বদল হয়েছে ঠিকই তবে এখনও সাফ করা যায়নি ধান্দাবাজদের জঞ্জাল। এমনও দালাল, এখনও আয়াদের দৌরাত্ম্য চলছেই। এসএসকেএম, মেডিকেল কলেজের সাম্প্রতিক অবহেলার চিত্র তাই প্রমাণ করছে।

শুক্রবার : ফের সারদা তদন্ত সামনে এল। গ্রেফতার হয়ে সিবিআই হেফাজতে মনোরঞ্জনা সিংহ ও শান্তনু ঘোষ। অপরদিকে মদন মিত্রের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হল আদালতে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বামেরা বেজায় খুশি : পুলিশ আছে সেই পুলিশেই

ওঙ্কার মিত্র

প্রায় সাড়ে চার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে যে পুলিশকে ছেড়ে গিয়েছিল বামেরা তারা কি এই কয়েকদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোঁয়ায় পাল্টে গেল! যে পুলিশকে দিয়ে মরিচঝাঁপিতে গরিব উচ্ছেদ হল, যে পুলিশ ২১ জুলাই গুলি চালালো, সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে গণহত্যা সংগঠিত করল, যে পুলিশকে দিয়ে লক্ষ কোটি অপরাধের ফাইল চাপা দেওয়া হল সেই পুলিশ বদলে গেল! এখন অপরাধ হচ্ছে, তদন্তে পটাপট অপরাধী ধরা পড়ছে, এমনকি তৃণমূলের নেতা–নেত্রীরাও গ্রেফতার হচ্ছে। এ হলটা কি! এমন হলে তো খুব মুশকিল! আশঙ্কা বাড়ছিল বামেদের। তাই নবান্ন অভিযান, লালবাজার অভিযানের আয়োজন করে সূর্যবাবুরা পরখ করে নিলেন পুলিশকে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন পুলিশের আচরণ দেখে। বুঝলেন পুলিশ আগের মতোই আছে। বিধাননগর নির্বাচনের পর সূর্যবাবু বিমানবাবুরা বেজায় খুশি। নিশ্চিত হয়েছেন পুলিশ আছে সেই পুলিশেই। আক্ষেপ শুধু একটাই।

তাঁরা যেভাবে সাংগঠনিক মোড়কে পুলিশকে ঢেকে চেপে রেখেছিলেন সেটা এখন হচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের চরিত্রটা বড় বেশি প্রকট করে দিচ্ছেন। এতে সব রাজনৈতিক দলেরই তো ক্ষতি। সেটা বুঝছেন না। অবশ্য তৃণমূলের মত অসংগঠিত দলের পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। পুলিশের বেসিক চরিত্রটা তো আর পাল্টায়নি। এটাকে মন্দের ভালো হিসাবেই দেখছেন সূর্যবাবুরা। ওটুকু ফের ক্ষমতায় এলে ঠিক করে ফেলবেন। এই স্বপ্নেই এখন বিভোর গোটা বাম শিবির।

অনেকে বলছেন, নবান্ন অভিযান, লালবাজার অভিযান, বিধাননগর নির্বাচন, শিলিগুড়ির সাফল্য নাকি বামেদের লাইফ লাইন তৈরি করছে। ভেন্টিলেশনে থাকা মনিটরে নাকি ফের কেঁপে কেঁপে উঠছে বামেদের হৃৎস্পন্দন। সত্যি কি তাই! জনগণ কি ভাবছে এখন সেটাই প্রশ্ন। মানুষের মনের হদিশ পাওয়া বড়ই কঠিন। এই সত্য এর আগে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে কংগ্রেস। বিধান রায়ের মতো রূপকার, নির্লোভ প্রফুল্ল সেনের মতো মানুষ তাদের ঝুলিতে থাকলেও ১৯৭২ সালের কংগ্রেসী কালো দিন আর ফিরে পেতে চায়নি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। সিপিএম তথা বামেরাও এই ৭২–এর রেকর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে দীর্ঘদিন মানুষের কাছে আসতে দেয়নি কংগ্রেসকে। বাংলার মানুষের মন যদি এমন হয় তবে কি আশায় বামেরা ৩৪ বছরের কুকীর্তির পর এত সহজে ফিরে আসবে বলে ভাবছে তা আলিমুদ্দিনের কর্তারাই বলতে পারবেন। কংগ্রেসের ছিল ৭২–এর রিগিং আর নকশাল পেটানোর দায়। বামেদের তো আর থেকে শতগুণ। মরিচঝাঁপি দিয়ে ক্ষমতার জাহির শুরু শেষ নন্দীগ্রামে। সত্যি কি এত গভীর ক্ষতে জর্জরিত বামেদের ভেন্টিলেশন থেকে বার করা যাবে। সন্দেহ সব মহলেই।

এবার হল পুলিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ নাকি জনবিরোধী দলদাস। আর জ্যোতি বসু আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ ছিল জনদাস। এমন সোনার পাথরবাটি মার্কা কথা বামেরা যত বলবে ততই আরও দূরে সরে যাবে ক্ষমতা থেকে। ১৮৬২ সালের ঔপনিবেশিক শাসনের আইনে পরিচালিত পুলিশ নিয়ে খেলা করে এখন ভেক ধরছেন সূর্যবাবুরা। পুলিশের উপর অভিমান করে লালবাজার অভিযান করছেন। যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পুলিশের সংস্কারে কি করেছেন? পুলিশকে নিরপেক্ষ জনদাস বানাতে সুপ্রিম কোর্ট যখন বারবার নির্দেশ দিচ্ছে তখন কোথায় ছিলেন সূর্যবাবুরা। পুলিশ পাল্টানোর দাবিতে তো একবারের জন্যও সংসদ অচল করতে দেখা যায়নি। মনমোহন সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার বামেদের কমন মিনিমাম প্রোগ্রামে পুলিশ সংস্কারের দাবি স্থান পেল না কেন? যেদিন এই প্রশ্নের উত্তর সূর্যবাবুরা বুক চিতিয়ে জনগণকে দিতে পারবেন সেদিন ফের মন পেতে পারেন বাংলার। নয়তো কংগ্রেস যেমন এখন মুর্শিদাবাদের পার্টিতে পরিণত হয়েছে তেমনই শিলিগুড়ি পার্টিতে পরিণত হতে হবে বামেদের।

বাড়ির ভিতরে সুড়ঙ্গ, ঝোপের আড়ালে পালাবার পথ উদ্ধার

মেহেবুব গাজী

কান্না ভেজা কাহিনী 4

গত সপ্তাহের পর এরই মধ্যে ঘটে গেল বিপত্তি। দীর্ঘদিন বিহারে কাজ করার পর ছোট্ট অলোকের বাড়ির কথা মনে পড়ে। প্রতিদিন যে দোকান থেকে মুদি বাজার করত সেই দোকানে তার সব কথা একদিন গড়গড় করে বলে দিল অলোক। দোকানদার তাকে বাড়িতে ফোন করার পরামর্শ দেয়। অলোক বাড়িতে ফোন করে। সে কোথায় আছে তার সমস্ত বিবরণ তার বাবাকে জানায়। পরে সেই ফোনের সূত্র ধরে মেয়ের বাবা থানায় যায়। জানায় চেতনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সুব্রত পানিগ্রাহীকেও। তড়িঘড়ি সুব্রতবাবু কাকদ্বীপ থানায় গিয়ে ওসির সঙ্গে কথা বলেন। ওসি তমাল দাস সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মী চন্দনকুসুম দাসকে নির্দেশ দেন কিশোরীদের উদ্ধার করে আনার। পরে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ও সুব্রত পানিগ্রাহী বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস। বিহারের গোপালগঞ্জে নেমে স্টেশনের কাছে এক হোটেলে উঠলেন, সকাল ১১টা নাগাদ। সময় নষ্ট না করে ওই দিনই সকালেই যোগাযোগ করলেন গোপালগঞ্জ থানার সঙ্গে। দুপুর ২টো নাগাদ ওই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তারা। অবশেষে ঘটনাস্থল। সেখানে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসাবাদ চলল ওই মুদি দোকানে। পরে রওনা ওই বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে পুলিশ হতবাক। বাড়ির চারিদিক নিস্তব্ধ, শুনশান, কোথাও কিছু নেই, বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। হতাশ সকলে। ফিরে আসেন সকলে। গোপালগঞ্জ থানা জানিয়ে দেয় উদ্ধার করতে পারলে কাকদ্বীপ থানায় মেসেজ দেবে তারা। হাল ছেড়ে দিয়ে সুব্রতবাবুরা ফিরে এলেন হোটেলে। সুব্রতবাবু কিন্তু বারবার ওই পুলিশদের বলেন, ওই মেয়েরা আর অলোক নামের ছেলেটি ওই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে। ফিরে আসার আগে সুব্রতবাবুর বারংবার অনুরোধে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ আবারও গোপালগঞ্জ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুই থানার পুলিশ আবারও ভুতুড়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সঙ্গে যায় দমকল কর্মীরা। রাত তখন গভীর। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাওয়ার পর ওই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায় তারা। চারিদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ফেলে ওই বাড়িটিকে। দমকল কর্মীরা বাড়ির পাঁচিলে সিঁড়ি লাগিয়ে দিল। উঠে পড়ল পুলিশ। বাড়িতে ঢুকে দেখল চারিদিকে বড় বড় তালা ঝুলছে। তালা ভেঙে দোতলায় উঠেও হতাশ। উপর নিচে কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এক পুলিশ কর্মীর চোখে পড়ে গেল এক সুড়ঙ্গ। জানা গেল বাড়ির ভিতরের এই সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে একটি রেল স্টেশনে যার নাম সিয়ান। তৎক্ষণাৎ ওই স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্টেশন সংলগ্ন সমস্ত এলাকা পুলিশ কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলে। ভুতুড়ে বাড়িটির ভিতরে প্রকাণ্ড গাছ। শান বাঁধানো বসার জায়গা।

এরপর পাঁচের পাতায়

জাল নোট পাচারে জঙ্গিদের তুরুপের তাস গরিব মানুষ

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে বেশ কিছু জায়গায় ভারতীয় জাল নোট তৈরির উন্নতমানের ইউনিট কাজ করছে। ওই জাল নোট বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এ রাজ্যে ঢুকে ভারতের অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে। এই কাজে মদত দিচ্ছে জামাত উল মুজাহিদিন (জুম) সহ একাধিক জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠী। জাল টাকা মূলত জঙ্গি জেহাদিরা কাজে লাগাচ্ছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকার গরিব পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের জাল নোট পাচারের কাজে লাগাচ্ছে জেহাদি জঙ্গিরা। গত বছর কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর সীমান্ত এলাকা থেকে এরকম কাজে লিপ্ত ৩৭ জন মহিলাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে দিয়েছে বিএসএফ। সম্প্রতি আইএনএ দিল্লি রেল স্টেশন থেকে প্রচুর জাল নোট সহ দুজনকে গ্রেফতার করে। তারা মালদহ থেকে দিল্লি এসেছিল। তারা জেরায় জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ–বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের অনেক রাজ্যেই জাল নোটের চক্র জাল বিছিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় জাল নোট চক্রের ব্যাপারে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে। দিল্লিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেও বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে এনআইএ।

এরপর পাঁচের পাতায়

আল–আমীন মিল্লী মিশন (স্কুল)
(আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
হটুগঞ্জ, থানা–উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কথা বলুন – 9732875996/9831531306

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

- ফর্ম দেওয়া শুরু – ১৫ই অক্টোবর ২০১৫
- ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ – ৩০ শে নভেম্বর ২০১৫
- ভর্তি পরীক্ষা – ৬ ই ডিসেম্বর (রবিবার) বেলা ১২ টায়

নিম্নলিখিত কেন্দ্র থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে

- আল–আমীন মিল্লী মিশন, সাং + পোঃ হটুগঞ্জ, থানা–উস্থি, জেলা – (দঃ) ২৪ পরগনা, মোবাইল ৯৭৩২৮৭৫৯৯৬
- সপ্তগ্রাম সিনিয়ার মাদ্রাসা – সংগ্রামপুর, (দঃ) ২৪ পরগনা মাও আব্দুল কাদের (প্রধান শিক্ষক) মোবাইল – ৯৭৩২৮১৬০৫৪
- ডাঃ মেনতাজ আলি লস্কর, চেম্বার–কলস বাজার, থানা মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, মোবাইল–৭৬৯৯০৮১৭৫৩
- ডায়মন্ডহারবার হাই মাদ্রাসা; ডায়মন্ডহারবার, মসজিদ পাড়া, দঃ ২৪ পরগনা মহঃ তাহেরুল হক (প্রধান শিক্ষক) মোবাইল – ৯৭৩২৫৪৬০৩৮
- মামুন কম্পিউটার সেন্টার, মগরাহাট ৩নং প্ল্যাটফর্মের পাশে, দঃ ২৪ পরগনা, মোবাইল : ৯১৪৩৬৫৬৭৫৪
- রেনবো ড্রেসেস হাসিবুর রহমান, মোবাইল – ৯১৫৩৮২৭০০৫, ঢোলাহাট, মসজিদের সামনে, দঃ ২৪ পরগনা।
- ডাঃ সাইদুল্লাহ সরদার, চেম্বার–কুল্পী রমজান নগর মোড়, দঃ ২৪ পরগণা, মোবাইল – ৯৭৩২৮০৬৩৫৪
- ডাঃ সামসুদ দ্দোহার, চেম্বার মোবাইল – ৯৭৩২৪২২৬৪৪, মন্দিরতলা মিনি মার্কেট, থানা – সাগর, দঃ ২৪ পরগণা।
- এনায়েৎ নগর হাই মাদ্রাসা, শিক্ষক সামিউর রহমান, দঃ ২৪ পরগণা, মোবাইল – ৯৭৩২৮৩০০৩৭

এখনই যোগাযোগ করুন

আঞ্চলিক ইতিহাসকে প্রামাণ্য দলিল করে তুলতে হবে : গণেশ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধুমাত্র বিবরণ নয়, অনেক পরিশ্রম, পড়াশুনা, সাক্ষাৎকার, পত্রপত্রিকা পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলতে হয় আঞ্চলিক ইতিহাসকে। এইজন্যই প্রতিদিনের চর্চা চাই, সঙ্গে চাই গণমাধ্যমের সহযোগিতা। গত ৫ অক্টোবর তরুণ ভূষণ গুহ স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় মিউজিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে পড়ন্ত বিকালে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে একথা বলেন ইতিহাস গবেষক, ৮৬ বছরের কর্মবীর শ্রী গণেশ ঘোষ, যিনি কোমাগাটামারু, স্বামীজির পদার্পণ উন্মোচন করে বজবজকে ইতিমধ্যে ইতিহাসের আলোয় উজ্জ্বল করেছেন।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ ও প্রাক্তন সম্পাদক পাঁচ বছর আগে এই দিনটিতে পরলোকে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁরই পঞ্চম বার্ষিক প্রয়াণ দিবসে আয়োজিত হয় স্মরণ সভা ও 'গণমাধ্যমের আলোকে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা। সভাপতিত্ব করেন গুরুসদয় মিউজিয়ামের কিউরেটর ড. বিজন মণ্ডল। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় প্রথমে তরুণবাবুর স্মৃতিচারণার পর শুরু হয় স্মারক বক্তৃতা। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চাই মূল ইতিহাসকে

তরুণ ভূষণ গুহ স্মারক বক্তৃতা

সমৃদ্ধ করতে পারে। ৫০ মিনিটের বক্তব্যে এমন নানা কথায়, তথ্যে, স্মৃতিচারণে, অভিজ্ঞতায় সাজিয়ে তুললেন ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ। বিদগ্ধ জন, সমিতির সদস্য, সাংবাদিকরা নির্বাক হয়ে শুনলেন গণেশবাবুর কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গাঙ্গেয় সভ্যতার এক অখ্যাত জনপদ বজবজ–এর পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা নানা ইতিহাসকে কিভাবে তিনি অনেক পরিশ্রমে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে ফুলের পাপড়ির মতো ধীরে ধীরে মেলে ধরেছেন তার ধারাবাহিক বিবরণ। আজও তিনি এই নব্বই ছুঁই ছুঁই বয়সেও কাজ করে চলেছেন আরও নতুন ইতিহাসের সন্ধানে। গণেশবাবু বলেন, ইতিহাস সন্ধান কোন বয়স, স্থান, কালে থেমে থাকে না। একে জীবনের অভ্যাস করতে হয়। তাঁর মতে এই চর্চাকে আরও এগিয়ে দিতে পারে গণমাধ্যমের আলো। এজন্য সাংবাদিকদের এগিয়ে আসতে হবে। বক্তৃতার শেষ শব্দটি বলে যখন থামলেন তখন মনে হল এক জীবন কাহিনী থামল এক জীবন স্রষ্টার কণ্ঠে। এর মাঝে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান আলিপুর বার্তা ও সমিতিকে স্মারক বক্তৃতায় তাঁকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

এর আগে তরুণবাবুর স্মৃতিচারণায় সকলকে ভাসালেন অতিথি সুকুমার মণ্ডল। বক্তব্য রাখলেন আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুণাল মালিক। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ জানালেন কেন এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন। কেন গণমাধ্যমের ভূমিকা জরুরি। জানালেন তরুণবাবুর জীবনচর্চার কথা।

এরপর পাঁচের পাতায়

সুদ কমানোর সুফল মিলতে শুরু করেছে

রাজনের ডাকে দে ঘুমাকে শেয়ার বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজারে ফের রং লেগেছে। যেমন তেমন রং নয় একেবারে বহুজাতিক রঙে রঙিন হয়ে উঠছে ভারতীয় বাজার। অনেকটা শীতকালের ঝড়ে যাওয়া পাতা যেমন সজীব হয়ে ওঠে বসন্তের ছোঁয়ায় সেই একরকম চিত্র কার্যত পরিলক্ষিত হচ্ছে এখন। এই তো সেদিন সাড়ে সাত হাজারের দোরগোড়ায় ভারতীয় বাজার যখন অবস্থান করছিল তখন মনে করা হচ্ছিল সাত হাজার ভেঙে যেতে পারে। এমনকি সাড়ে ছয় হাজার নিফটির একটা গপ্পো ভেসে উঠেছিল বাণিজ্যিক বাজারের আকাশে বাতাসে। তখন হঠাৎ করেই দেবদূতের মতো আবির্ভাব ঘটল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর রঘুরাম রাজনের। তার অপ্রত্যাশিতভাবে ৫০ বেসিস সুদের হার কমানো একেবারে মৃতসঞ্জিবনী হয়ে উঠল ভারতীয় আর্থিক বাজারের জন্য। যার জেরে আট হাজারের বাধা পেরিয়ে ভারতীয় নিফটি ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে আরও বড় লক্ষ্যের দিকে। বলা যেতে পারে শারদ মরসুম শুরুর আগে বুল অর্থাৎ তেজিয়ানদের ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করেছে এদেশের বাজারে। এভাবেই শেয়ার বাজারের নৌকা নতুন করে এগোচ্ছে। এর গতিকে রুদ্ধ করার মতো কোনও ইঙ্গিত এখনও নেই, তবে হতে কতক্ষণ। কারণ বাজারের নাম যে শেয়ার বাজার। যেখানে রন্ধ্রে, রন্ধ্রে কত ঘটনা পালটে দিতে পারে চিত্রনাট্য।

শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির বাজারেও ভুরি ভুরি গল্পের দেখা মেলে যেখানে ভুয়ো খবরের ভিত্তিতে লগ্নিকারীদের নৌকাডুবি ঘটছে।কিছু কিছু সময় অবশ্য তা খেটে যায়, বা বলা চলে ব্যাটে–বলে এক হওয়ার মতো লেগে যায়। যার ভাগ্যে এই খবর জোটে তার তো মার দিয়া কেল্লার মতো অবস্থা হয়। অধিকাংশ সময় আবার এমনও হয় এই সব ভুলভাল খবরে পুঁজি অরক্ষিত হয় পড়ে বা পয়সার সাড়ে সর্বনাশ ঘটে। তাই শেয়ার বাজার বা অর্থনৈতিক বাজারে যারা টাকা লাগাতে চান বা লগ্নি করতে চান তাদের চোখ–কান খোলা রেখে অগ্রসর হতে হয় সবসময়। নতুবা সম্পদের ঘাটতি দেখা যায়। যারা ঝুঁকি না নিয়ে শেয়ার বাজারের মজা নিতে চান তাদের জন্য অবশ্য মিউচুয়াল ফান্ডের পথ প্রশস্ত আছে। বিশেষ করে এমন কিছু মিউচুয়াল ফান্ড আছে এদেশে যাতে লগ্নি করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বেশ কিছু গুণ টাকা বাড়িয়ে নিতে পেরেছেন অনেকেই। এর মধ্যে ব্যাঙ্ক, তথ্যপ্রযুক্তি, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস, মেটাল প্রভৃতি নানা সেক্টরের ওপর আপনি বা আপনারা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। এভাবেই শেয়ার বাজারের বিস্তর ঝুঁকি থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় তেমনই নিজেদের পুঁজির শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে।

এত গেল সব অভিজ্ঞ মানুষদের কথা। যারা জানেন কিভাবে কি করলে পড়ে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের বাঁচানো যাবে। অর্থাৎ সবদিক থেকে নিজেদের সংরক্ষিত রাখার এই উদ্যোগ। মুশকিল হল কি অর্থনীতির জগতে অধিকাংশ মানুষ রয়েছেন যারা এই শেয়ারের ওঠানামা ব্যাপারটা ধরতে পারেন না। তারা ওপরের দামে শেয়ার কিনে ফেঁসে যান, আবার নিচের দামে শেয়ার এলে তা ধরতে ইতস্তত করেন। এমনও হয় নিজেদের কেনা দামের ওপরে শেয়ার অবস্থান করলেও আরও লাভ করার ধান্দায় বেচতে ভুলে যান। পরে কম দামে এমনকি লস করেও তাদের অনেকসময় এইসব শেয়ার বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে। এইসব কিছুই হয় চরম অপরিণামদর্শিতার জন্য। তাই শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করার আগে নিজেরা সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারলে সব থেকে ভালো। তার ফলে নিজেদের রক্ষাকবচ তৈরি করা অনেকটাই সহজলভ্য হয়ে ওঠে। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে নিজেদের প্রশিক্ষিত করা যায় অর্থনীতির সমুদ্রে গা ভাসানোর সময়। এর জন্য বেশ কিছু কোর্স রয়েছে যা অধ্যয়ন করতে পারলে খুব ভালো। তবে একজন ব্যক্তি যদি মোটামুটিভাবে ছ'মাস শেয়ার বাজার নিয়ে কাজ করে থাকেন, স্ক্রিনের সামনে নিয়মিত বসার অভ্যেস গড়ে তুলতে পারেন তা হলে কেল্লা ফতে হতেই পারে। দীর্ঘকাল ধরে কিছু ভালো শেয়ার বেছে নিয়ে তার প্রতিদিনের উচ্চতা, নিম্নতল, সপ্তাহের ওঠাপড়া, মাসের চার্ট ইত্যাদি অনুসরণ করেলে কাজ খুব সোজা হয়ে যায়। শেয়ার বাছাইয়ের কাজ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিভিন্ন সেক্টরের দিকে নজর দিতে হয়। শুধুমাত্র কয়েকটি ভারী ভারী নাম ভাবলেই হবে না, কোম্পানির প্রকৃত অবস্থার হালহকিকৎ–ও জানতে হবে। এজন্য ভালো আর্থিক উপদেষ্টার শরণাপন্ন নিশ্চয়ই হতে হবে। তাই শেয়ারের ব্যাপারে মোটামুটি গড়পড়তা জ্ঞান তৈরি হওয়ার পরে নিজেদের পোর্টফোলিও বানানোতে নজর দেওয়া বিশেষ জরুরি। এখনকার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কিং বা আর্থিক ক্ষেত্র, গাড়ি এবং তার অ্যানসেলারি বা অনুসৃত শিল্প, টেকনোলজি বা তথ্য প্রযুক্তি, এফএমসিজি বা ফাস্ট মুভিং ক্যাপিটাল গুডস, পরিকাঠামো প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ শেয়ারে ভরপুর পোর্টফোলিও বা গড়ে তোলা সম্ভব। এর দ্বারা নিজেদের অর্থ গুছিয়ে রাখা যায়। কারণ একটা সেক্টর যদি ফ্লপ করে অন্য সেক্টর থেকে টাকার আমদানি সম্ভব হয়। একে বলা যায় ব্যালেন্স পোর্টফোলিও বা ভারসাম্যযুক্ত অবস্থান।

অর্থনীতি

ভারতের শেয়ার বাজারের সঙ্গে বিদেশের অর্থনৈতিক বাজারের একটা সার্বিক তফাৎ রয়েছে। তা হল বিদেশে যুক্তির ওপর নির্ভর করে অধিকাংশ কেনাবেচা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমাদের দেশে ভাবাবেগের কাছে হার মেনে যায় যুক্তি। ফলে কখনও গুজব বা ফিসফাসের গল্পে ভালো সংস্থার শেয়ারে অনাস্থা প্রকাশ করতে দেখা যায়। আবার কখনও এই মিথ্যে আবেগের পাকচক্রে বাজে ফান্ডামেন্টালের শেয়ারের দাম হু–হু করে বেড়ে যায়। পড়ে যখন তা পড়তে শুরু করে তখন দেখা যায় বহু ক্রেতা ওপরের লেবেলে কিনে ফেঁসে গিয়েছেন। কি আর করা। অগত্যা তাদের দুর্ভোগের কাহিনি চলতেই থাকে। এই সব ব্যাপারে বেজায় সতর্কতা দরকার। নচেৎ হাজারো শেয়ারের ঠেলায় আত্মারাম খাঁচা হয়ে ওঠে। প্রতি বছরই বাজারে এমন অনেক অনামী শেয়ারের আর্বিভাব ঘটে। প্রচারের চাপে সেই ছোট মাপের শেয়ারও সাধারণের কাছে অতিমূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এইসব শেয়ার থেকে সাবধান থাকা অত্যন্ত দরকার।

এমনিতে শেয়ার বাজারে একটা চালু কথা আছে। তা হল যে সেক্টর চলছে তার পিছনে দৌড়ানো হোক। কিন্তু এটাও মাথায় রাখা দরকার যে অনেক সময় সেইসব সেক্টরে বেশি দামে অনেক শেয়ার কিনে ফেললে তা থেকে চট করে উদ্ধার পাওয়া যায়না। এমন বহু শেয়ার আছে কিছু কোম্পানির যা উচু দামে কেনা হয়ে গিয়েছে যে তা এখন বিক্রি করার সময় কবে আসবে তা কেউ জানে না। হতে পারে ভুল করে সেইসব শেয়ার খরিদ করা হয়েছিল। এই জাল থেকে অনেকের হয়তো এই জন্মে আর বেরনো সম্ভব নয়। এইজন্য সতর্কতা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। তাই শুধু দামি জিনিসের পিছনে না ছুটে এমন অনেক সেক্টর রয়েছে সেদিকে তাকানো দরকার যেখানে এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এইসবের বাইরে গিয়ে আরেকটি ব্যাপার মনে রেখে এগনো দরকার। বাজারের সব কিছু খবর শুনব, পড়ব সব কিছু, কিন্তু ট্রেড বা কেনাবেচা করব নিজের বা নিজেদের মগজাস্ত্র খাটিয়ে। তাও যে সে মগজ খাটিয়ে নয়, একেবারে অভিজ্ঞতায় পরিপক্ব মাথা কাজে লাগিয়ে তবেই এগোতে হবে। না হলে অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে পারবেন সহজেই। বের হওয়া আর সম্ভব হবে না। তাই এই মুহূর্তে ফান্ডামেন্টাল যতই বলুক না কেন ওষুধ বা গাড়ি শিল্পের কথা এই অতিকায় উচ্চতায় থাকা ওই সেক্টরের থেকেও তলানিতে থাকা লৌহ–ইস্পাত শিল্পে এখন বিনিয়োগ করা যেতেই পারে। বা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং একইসঙ্গে নবরত্নভুক্ত কিছু শেয়ারেও লগ্নি করা চলে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ অক্টোবর – ১৬ অক্টোবর, ২০১৫

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

৫০০ তফসিলি ছাত্রছাত্রীকে ওএনজিসি–র স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০০ মেধাবী তফসিলি ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেবে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক ডিগ্রি, এমবিবিএস, এমবিএ এবং জিওলজি বা জিওফিজিক্সের প্রথম বর্ষে পাঠরত তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারেন। স্কলারশিপের অঙ্ক মাসে ৪,০০০ টাকা।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিবিএস পাঠরতদের উচ্চমাধ্যমিকে এবং এমবিএ, জিওলজি বা জিওফিজিক্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাঠরতদের ক্ষেত্রে স্নাতকে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড পয়েন্ট গড় থাকতে হবে। যাঁরা পূর্ণ সময়ের কোর্সে উপরোক্ত কোর্সগুলি পড়ছেন শুধু তাঁরাই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্য কোনও সুত্র থেকে যাঁরা একই কোর্সে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি পাচ্ছেন তাঁরা আবেদন করবেন না। তবে যাঁরা রাজ্য সরকার থেকে কোর্স ফি–য়ে ছাড় পান তাঁরাআবেদনের যোগ্য।

বয়স : ১–১০–২০১৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রতি বছরের পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ বা সমতুল গ্রেড পয়েন্ট গড় পেতে হবে, তবেই স্কলারশিপের অব্যাহত থাকবে।

নির্দিষ্ট বয়ানে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ongcindia.com দরখাস্ত প্রার্থীর বর্তমান প্রতিষ্ঠান–কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফায়েড হতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ওএনজিসি–তে দরখাস্ত পাঠাতে হবে।

১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড, গ্রিন হিলস, তেল ভবন, দেরাদুন–২৪৮ ০০৩। ফোন : ০১৩৫–২৭৯২৬৩০।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটটি।

ইউজিসি–র নেট পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের অধীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য যোগ্যতামান নির্ধারণের পরীক্ষা 'নেট'–এর দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় স্তরে পরীক্ষাটি নিচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর। হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গুয়েজ সহ), সোস্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স প্রভৃতি বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা মাস্টার ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

পিএইচডি ডিগ্রিধারী, যাঁদের স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখের আগে সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হবে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

যাঁরা ফেলোশিপের জন্য এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির বিষয় অথবা সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। একইসঙ্গে তাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবেও কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

২০০৯ সালের নিয়মানুসারে পি এইচ ডি ডিগ্রিধারীরা অথবা ১৯৮৯–এর আগে ইউজিসি–সিএসআইআর জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অথবা ২০০২–এর ১ ডিসেম্বরের আগে সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নেট পরীক্ষায় বসার কোনও দরকার নেই। তাঁরা সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য বয়স : ১–১২–২০১৫ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, ওবিসিরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন। ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গবেষকরাও ৫ বছরের ছাড় পাবেন। এলএলএম ডিগ্রিধারীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য বয়সের কোনও উর্দ্ধসীমা নেই।

কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা (ব্র্যাকেটে কোড নং) : ইকনমিক্স (০১), পলিটিক্যাল সায়েন্স (০২), ফিলজফি (০৩), সাইকোলজি (০৪), সোশিওলজি (০৫), হিস্ট্রি (০৬), অ্যানথ্রপলজি (০৭), কমার্স (০৮), এডুকেশন (০৯), সোশ্যাল ওয়ার্ক (১০), ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (১১), হোম সায়েন্স (১২), পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (১৪), পপুলেশন স্টাডিজ (১৫), হিন্দুস্থানি মিউজিক (ভোকাল/ইনস্ট্রুমেন্টাল) (১৬), ম্যানেজমেন্ট (১৭), মৈথিলি (১৮), বাংলা (১৯), হিন্দি (২০), সংস্কৃত (২৫), উর্দু (২৮), আরবি (২৯), ইংলিশ (৩০), লিঙ্গুইস্টিক্স (৩১), চাইনিজ (৩২), ডোগড়ি (৩৩), নেপালি (৩৪), ফ্রেঞ্চ (৩৯), স্প্যানিশ (৪০), রাশিয়ান (৪১), পার্সিয়ান (৪২), জার্মান (৪৪), জাপানিজ (৪৫), ফিজিক্যাল এডুকেশন (৪৭), আরব কালচার অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (৪৯), ইন্ডিয়ান কালচার (৫০), লেবার ওয়েলফেয়ার/পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট/ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিলেশনস/লেবার অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার/হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (৫৫), ল (৫৮), লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স (৫৯), বুদ্ধিস্ট, জৈন, গান্ধিয়ান অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (৬০), কম্পারেটিভ স্টাডি অব রিলিজিয়নস (৬২), মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম (৬৩), ড্যান্স (৫৬), মিউজিওলজি অ্যান্ড কনজারভেশন (৬৬), আর্কিওলজি (৬৭), ক্রিমিনোলজি (৬৮), ট্রাইবাল অ্যান্ড রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ/লিটারেচার (৭০), ফোক লিটারেচার (৭১), কম্পারেটিভ লিটারেচার (৭২), সংস্কৃত ট্র্যাডিশনাল সাবজেক্ট (ইনক্লুডিং জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ, ন্যায় ব্যাকরণ, মীমাংসা, নব্য ন্যায়, সাংখ্য যোগ, তুলনাত্মক দর্শন, শুক্ল আয়ুর্বেদ, মধ্যবেদান্ত, ধর্ম শাস্ত্র, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, অগম, অদ্বৈত বেদান্ত) (৭৩) উইমেন স্টাডিজ (৭৪), ভিশ্যুয়াল আর্ট (ইনক্লুডিং ড্রইং অ্যান্ড পেন্টিং/স্কাল্পচার/গ্রাফিক্স/অ্যাপ্লায়েড আর্ট/হিস্ট্রি অব আর্ট।) (৭৯), জিওগ্রাফি (৮০), সোশ্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি হেলথ (৮১), ফরেনসিক সায়েন্স (৮২), পালি (৮৩), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস (৮৭), ইলেক্ট্রনিক্স সায়েন্স (৮৮), এনভানরনমেন্টাল সায়েন্সেস (৮৯), ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ (৯০), প্রাকৃত (৯১), হিউম্যান রাইটিস অ্যান্ড ডিউটিজ (৯২), ট্যুরিজম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (৯৩), বোড়ো (৯৪), সাঁওতালি (৯৫), কর্নাটকি মিউজিক (ভোকাল ইনস্ট্রুমেন্টাল, পারকাশন) (৯৬), রবীন্দ্রসংগীত (৯৭), পারকাশন ইনস্ট্রুমেন্ট (৯৮), ড্রামা/থিয়েটার (৯৯)। উইমেন স্টাডিজ বিষয়ের জন্য পরীক্ষায় বসতে পারেন হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গুয়েজ সহ) এবং সোশ্যাল সায়েন্সেস বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রিধারীরা। পপুলেশন স্টাডিজ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন ভূগোল (পপুলেশন স্টাডিজে স্পেশালাইজেশন সহ) অথবা অঙ্ক বা স্ট্যাটিস্টিক্সে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরাও।

কাজের খবর

পরীক্ষার ধরনধারণ : পরীক্ষা হবে ২৭ ডিসেম্বর, রবিবার : পশ্চিমবঙ্গের (কোড ২৬) পরীক্ষাকেন্দ্র বর্ধমান (কোড ৮৭), দার্জিলিং (কোড ৮৮) ও কলকাতা (কোড ৮৯)।

তিন পেপারের লিখিত পরীক্ষা দুটি আলাদা সেশনে, একই দিনে। তিনটি পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপ। পেপার–ওয়ানে রিজনিং এবিলিটি, কম্প্রিহেনশন, ডাইভারমেন্ট থিঙ্কিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–এর দক্ষতা যাচাই হবে। ৬০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্যে ৫০টি অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ পেপার টু–এর মোট নম্বর ১০০। পরীক্ষার সময়সীমা সকাল ১১টা ১৫ মিনিট থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা। পেপার ওয়ান ও পেপার টু–র পরীক্ষা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে। ৭৫টি অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ পেপার থ্রি–র মোট নম্বর ১৫০। পরীক্ষার সময়সীমা দুপুর ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে।

প্রতিটি পেপারেই প্রার্থীকে ন্যূনতম যোগ্যতামান পেতে হবে। সাধারণ জাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেপার–ওয়ানে ন্যূনতম ৪০ নম্বর, পেকার টু–এ ন্যূনতম ৪০ নম্বর এবং পেপার থ্রি–এ ন্যূনতম ৭৫ নম্বর পেতে হবে। ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং তফসিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেপার ওয়ান ন্যূনতম ৩৫ নম্বর, পেপার টু–র ন্যূনতম ৩৫ নম্বর এবং পেপার থ্রি–এ ন্যূনতম ৬০ নম্বর পেতে হবে। কোনও পেপারেই নেগেটিভ মার্কিং নেই।

কীভাবে আবেদন করবেন : অনলাইনে আবেদন করতে হবে, অন্য কোনওভাবে আবেদন গ্রাহ্য হবে না। অনলাইন আবেদন করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.chsc-net.nic.in অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর। চালানের মাধ্যমে সিন্ডিকেট/কানাড়া/আইসিআইসিআই/এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় ফি জমা দেবেন। পরীক্ষার ফি সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা, তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা, ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা। চালানের প্রিন্ট আউট পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হবে। চালানের প্রিন্ট আউট পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইনে দরখাস্ত পূরণ করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (জেপিজি ফরম্যাটে ৪ থেকে ৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জেপিজি ফরম্যাটে ৪ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের (কনফার্মেশন পেজ) এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

এইমসে ৬১৫ স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬১৫ জন নার্স নেবে যোধপুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। নিয়োগ হবে স্টাফ নার্স ও অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে। স্টাফ নার্স নিয়োগ হবে গ্রেড ওয়ান ও গ্রেড টুয়ে। স্টাফ নার্সের দুটি গ্রেডেই গ্রুপ 'বি় পদ। অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট গ্রুপ 'এ' পদ।

স্টাফ নার্স, গ্রেড–টু : শূন্যপদ ৫৫০টি (সাধারণ ২৭৯, তফসিলি জাতি ৮২, তফসিলি উপজাতি ৪১, ওবিসি ১৪৮)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৪ বছরের বিএসসি (নার্সিং) ডিগ্রি, অথবা বিএসসি (পোস্ট সার্টিফিকেট) বা সমতুল। ২ বছরের বিএসসি নার্সিং (পোস্ট বেসিক) ডিগ্রিধারীরাও আবেদন যোগ্য। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজের জ্ঞান থাকলে, বিশেষ করে স্প্রেডশিট ও প্রোজেস্টেশনের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৫০০ টাকা।

স্টাফ নার্স, গ্রেড–ওয়ান: শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্টাফ নার্স, গ্রেড টুয়ের মতো। সঙ্গে অন্তত ১০০ শয্যার হাসপাতাল বা অন্য কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্টাফ নার্স, গ্রেড–টু পদে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট : শূন্যপদ ১৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্টাফ নার্স গ্রেড–ওয়ানের মতো। সঙ্গে অন্তত ২০০ শয্যার কোনও হাসপাতাল বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৬ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারের জ্ঞান ও নার্সিংয়ের এম এসসি ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে, ৫,৪০০ টাকা।

সব পদের ক্ষেত্রেই ৮–১১–২০১৫ তারিকে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন।

মোট শূন্যপদের ৩ শতাংশ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : admin/Estt/09/01/2015. AIIMS.JDH.

প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে এইমস কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু জানাননি।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aimsjodhpur.edu.in ১০ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি দিতে হবে। মহিলা প্রার্থী, তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে হবে না। একাধিক পদে আবেদন করতে চাইলে আলাদা আলাদা দরখাস্ত করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পরে তার একটি প্রিন্ট আউট নিজের কাছে রেখে দেবেন। ফি জমা দিয়ে পাওয়া অনলাইন পেমেন্ট রিসিপ্ট বা চালানের কপিও নিজের কাছেরাখবেন রেফারেন্সের জন্য।

খুঁটি নাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। ফোন : ০২৯১–২৭৪০৭৪১, ০২৯১–২০১২৯৮৪।

পঞ্চায়েত দফতর ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে ঢুকে কর্মচারীদের মারধর করে ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানোর অভিযোগ উঠল শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার বনশ্যাম নগর পঞ্চায়েতে। ঘটনার জেরে এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজিত বাসিন্দারা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে পঞ্চায়েত প্রধান সুকুমার গুড়িয়া ঘটনার অভিযোগ জানান পুলিশের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ রাত পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা বলেন, 'সিপিএমের একটি ছেলে আমাদের এক কর্মীর বাড়িতে ঢুকে তার নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল। তারই প্রতিবাদে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে আজ এলাকার কর্মী–সমর্থকদের প্রতিবাদ মিছিল বার করে। কেউ পঞ্চায়েতে ঢুকে হামলা চালায়নি। হামলার গোটা ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে।'

দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতটি বামেদের দখলে রয়েছে। রবিবার ছুটির দিন থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত খোলা রেখে প্রধানের উপস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে একশো দিনের কাজের মাস্টার রুল অন লাইনে আপলোড করছিলেন পঞ্চায়েতের দুই কর্মী। অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল নেতা ঝন্টু দাস ও বিষ্ণুপদ দলুইয়ের নেতৃত্বে জনা কুড়ি কর্মী সমর্থক হঠাৎ পঞ্চায়েতে হামলা করে। সেসময় প্রধান সুকুমার গুড়িয়া বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতে গিয়েছিলেন। পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে ঢুকে কর্তব্যরত দুই কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে একটি কম্পিউটার ও একাধিক আসবাবপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র লুঠপাট চালায় বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েতের ভেতর মিনিট চল্লিশ তান্ডব চালানোর পর অভিযুক্ত নেতা ও তাদের দলবলেরা এলাকা ছাড়ে। ঘটনার খবর এলাকায় চাউর হতেই উত্তেজনা ছড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। প্রধান সুকুমার গুড়িয়ার অভিযোগ, 'এভাবে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে পঞ্চায়েত দখলে নেওয়া মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল।

আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে সেজন্য হঠাৎ কর্মীদের মারধর করে একটি কম্পিউটার ও একাধিক চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র লুঠ করে নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশের কাছে ঘটনার অভিযোজ জানিয়েছি।' তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ঝন্টু দাস ও বিষ্ণুপদ দলুইয়ের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কেউ ফোন ধরেননি। জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।'

লট–৮এর জমি জবরদখল, তুলতে গেলে বাধা, ভোগান্তিতে সাগরযাত্রীরা

বাপন মণ্ডল, কাকদ্বীপ

বহুদিন ধরে রাজ্য ভূতল পরিবহন নিগমের জায়গা দখল করে রাখায় কাকদ্বীপ লট–৮ এর ১ নং ফেরিঘাটের কাছে যাত্রী প্রতীক্ষালয় হচ্ছেনা। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার মহিলা পুরুষ যাত্রী ভেসেল ধরার জন্য কাঠফাটা রোদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে অন্য যাত্রীদের টিকিট কাটতে অসুবিধায় পড়তে হয়। রোদে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কেউ কেউ আবার অসুস্থ হয়ে যান।

বর্ষার সময় একই কারণে ভিজতে হয় নিত্যযাত্রীদের। এই জেটিঘাট দিয়ে শুধু সাগর নয়, ঘোড়ামারা দ্বীপের মানুষও যাতায়াত করেন। ফলে ভোগান্তির শিকার হন তারাও। কারণ, সারাদিন ওই দ্বীপে যাওয়া আসার জন্য চারঘন্টা অন্তর কয়েকটা হাতে গোনা ভুটভুটি চলে। এছাড়া সারা বছর সাগরের কপিলমুনির মন্দিরে যাওয়ার জন্য ভিন রাজ্য থেকে প্রতিদিন পুণ্যার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে। ফলে এই সমস্যা থেকে বাদ পড়েনি তারাও। তার পাশাপাশি নেই পানীয় জল ও শৌচাগার। যদিও একটা আছে সেটা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। গঙ্গাসাগর রুদ্রনগরের বাসিন্দা মন্টু মণ্ডল জানান ''আমি দীর্ঘ কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে পরিবার নিয়ে যাতায়াত করছি।

বহুবার শৌচাগার ও জলের জন্য অসুবিধায় পড়েছি তার ওপর নেই বিশ্রামাগার। ভূতল সংস্থার গাফিলতির খেসারত দিতে হচ্ছে যাত্রীদের।''

প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভেসেলে গড়ে ৫০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়। বর্তমানে ৫টা ভেসেল চলছে। গঙ্গাসাগর মেলার ২ মাস আগে থেকে টিকিট বিক্রির সংখ্যা এবং তার সঙ্গে বাড়ে ভেসেল সংখ্যাও। তবে গঙ্গাসাগর মেলার কয়েকদিন আগে ছাড়া নদীতে ড্রেজিং করা হয় না। ফলে পলি জমে অনেক সময় মাঝ নদীতে আটকে যায় ভেসেল। যাত্রীদের অভিযোগ এতো টিকিট বিক্রি হলেও তারা পর্যাপ্ত পরিষেবা পাচ্ছেন না। কখনও মুড়িগঙ্গা দীর্ঘ ভাটার জন্য ২ থেকে ৩ ঘন্টা রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের আবার কখনও মাঝ নদীতেই ভেসেলের ইতি হয়। ১ নং জেটিঘাটে ঢোকার সময় চোখে পড়ে ভেসেলের টিকিট কাউন্টার। সেখানেই শুধু দুটি ঘর। একটি ঘর থেকে টিকিট বিক্রি হয়। আর তার সঙ্গে আছে টিনের ছাউনি দেওয়া লোহার গ্রিল আঁটা একটি ঘর। ঘরটির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি ভাঙা মদের বোতল, ভাঙা কাঠের টুকরো, নোংরা ও দুটি গুমটি ঘর। তার মধ্যে একটিতে পানবিড়ির দোকান, অপরটি বন্ধ। সেখানেই কিছুটা দূরে একটি শৌচাগার। বহুদিন ধরে পরিষ্কার না করায় জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। যেটিতে যাওয়ার রাস্তায় গ্রিলে তালা দেওয়া। ভূতল পরিবহন নিগমের কর্মীদের জন্য নেই কোনও ব্যবস্থা। কর্মীদের মধ্যে তিন জন মহিলা কর্মী। টিকিট কাউন্টারে থাকা এক মহিলা কর্মী জানান, পুরো জায়গাটাই ভূতল পরিবহন নিগমের। এখানে বহু বছর আগে যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য উপরে টিন দিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়। কিন্তু নজরদারির অভাবে বে–দখল হয়ে সেখানে গুমটি বসে গিয়েছে। টিনের আচ্ছাদনও ভেঙে গিয়েছে। বাইরে ঢোকার রাস্তাটা দখল করে রয়েছে ঘুগনি মুড়ি, চপের দোকানগুলি। ফলে কিছু করা যাচ্ছেনা। বহুবার ওঠার কথা বলেছি কিন্তু ওরা ওঠেনি। বিশ্রামাগারের মধ্যে থাকা গুমটি দোকানের এক দোকানদার জানান, আমরা এখানে বহুবছর আগে থেকেই আছি। আমাদের কেউ ওঠার কথা বলেননি।

রাজ্য পরিবহন নিগমের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, ১ নং জেটি ঘাটের কাছে পলি জমে যাওয়ার জন্য গতবছর ভেসেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সে কারণে বিকল্প ঘাট হিসেবে অনেকটা দূরে ৪ নং নতুন একটি জেটিঘাট করা হয়। সেখান দিয়েই ২৪ ঘন্টা ভেসেল চালানো হচ্ছিল। ওইখানে নতুন করে যাত্রী শেড, শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে ছ'মাস আগে টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার হয়। কিন্তু সেখানে পলি জমে ভেসেল চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে ১ নং জেটিঘাটে পলি পরিষ্কার করে ফের এই জায়গা দিয়ে এখন ভেসেল চলছে।

এই পরিস্থিতিতে ওই কাজটি ৪ নং থেকে ১ নম্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়। কিন্তু অ্যাকাউন্ট বিভাগ থেকে আপত্তি তোলায় তা করা হয়নি। তারপরেও নিগম থেকে ১ নম্বরের ওই যাত্রী শেড দখল মুক্ত করার জন্য পুলিশকে বলা হয়। কিন্তু পুলিশ কিছুই করেনি। মাঝে ওই জায়গা পরিষ্কার করতে লোক পাঠানো হয়েছিল। দখলদাররা তাঁদের মেরে হটিয়ে দেন। ওই আধিকারিক আরও বলেন, পলি তোলার কাজ না হলে নির্দিষ্টভাবে যাত্রী শেড করা মুশকিল। কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানিনা। ভূতল পরিবহন নিগম থেকে আমাকে বলা হয়নি। বললে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করলেন জেলাশাসক

কুনাল মালিক : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক চালু করেছেন, তেমনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক জেলার উন্নয়নের জন্য মহকুমা ভিত্তিক প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করলেন সংশ্লিষ্ট এলাকায়। যা এই জেলায় নজিরবিহীন। এতদিন উন্নয়ন সংক্রান্ত সভা আলিপুরেই হতো। গত ৫ অক্টোবর আলিপুর মহকুমার বজবজ–১ ও ২, বিষ্ণুপুর ১ ও ২ এবং ঠাকুরপুকুর–মহেশতলার পাঁচটি ব্লক নিয়ে জেলাশাসক পিবি সেলিম সভা করলেন বজবজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সভাগৃহে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার, বজবজ ও বিষ্ণুপুরের বিধায়ক অশোক দেব ও দিলীপ মণ্ডল। এছাড়া পাঁচটি ব্লকের বিডিও, সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য সদস্যা, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েতের প্রধান, সদস্য ও আধিকারিকবৃন্দ।

জেলাশাসক এদিনের বৈঠকে পাঁচটি ব্লকের ১০০ কাজের খতিয়ান দেখে অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন এই প্রকল্পে টাকার অভাব নেই। তাই যে কোনও মূল্যে কাজ করতে হবে। শুধু মাটির অভাব বা মাটির দোহাই দিলে হবে না। বনসৃজন, পুকুর খাল কাটা, বাগান করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করা যাবে। পাঁচটি ব্লকের মধ্যে ১০০ দিনের প্রকল্পে ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের অবস্থা খারাপ। ভালো অবস্থায় আছে বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লক। জেলাশাসক বলেন আগামী ২০১৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে প্রতিটি ব্লকের বাড়ি ও বিদ্যালয় অঙ্গনওয়াড়ীকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শৌচাগার তৈরি শেষ করতে হবে।

গাঁজা সহ বাবুসোনা ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রানিয়ায় বহু দিন ধরে কুখ্যাত গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য চলছে। প্রথম শুরু হয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী, বন্দুক তৈরির কারখানা কান্ড। পরে খুনের দায়ে অভিযুক্ত জ্ঞানসাগর শর্মার চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বাড়ির নিচের তলায় বন্দুকের কারখানা। অভিযোগ বিহারের মুঙ্গের থেকে অভিজ্ঞ শ্রমিকদের দিয়ে বন্দুক বানিয়ে বিক্রি করতো সে। এর পর এক অটো চালককে খুন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল জ্ঞানসাগর। দুবছর বাদে পুলিশ খোঁজ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ৫ ঘন্টা ধরে মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল উদ্ধার করলো। যে জমিতে পুঁতে রেখেছিল অটো চালকের টুকরো করা দেহ সেটা ৩৫ নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর গৌরহরি দাসের জমি। সম্প্রতি নন্টে ও বাবুসোনার দল সিন্ডিকেট ও জমি সংক্রান্ত বিবাদে গুলি কান্ডে জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ এই সব অপারেশন জেলে বসে চালিয়েছে নন্টে আর জ্ঞানসাগর শর্মা। নন্টের জেল হয় হরিদেবপুরের খুনের ঘটনায়। গত ৪ অক্টোবর বাবুসোনা ২১ কেজি গাঁজা সমেত সোনারপুর থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ে। আলিপুর আদালতে তোলা হয় নাকোটিক কেসে।

বারবার দুষ্কৃতীর ঘটনায় রানিয়া কেন সামনের সারিতে উঠে আসছে? জানতে চাইলে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৫ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গৌর হরি দাস মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন বলে ফোন কেটে দেন। পরে অন্য ফোন নম্বরে ফোন করলে বলেন আমি এখন কথা বলতে পারছি না। বাসিন্দাদের অভিযোগ এই দুষ্কৃতী ও খুনিদের আখরা। কাউন্সিলর সব জানেন। ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বক্তব্য ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য তাদের এলাকা অশান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাউন্সিলর গৌরহরি দাসের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সাংবাদিকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া এবং আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা ক্যানিং হসপিটাল মোড় মহকুমা শাসক কার্য্যালয় পর্যন্ত সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে একটি ধিক্কার মিছিল বের করে। মিছিলের শেষে সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দাবিতে একটি ডেপুটেশন তুলে দেয় মহকুমা শাসকের কাছে। ডেপুটেশনের শেষে সাংবাদিকরা বলেন সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংবাদিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এমনকি এই মহকুমায় সাংবাদিকদের কোনও বসার ব্যবস্থা নেই।

সাংবাদিকদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে তা তারা ঠিকমতন পাচ্ছেন না। এবারের উপ–নির্বাচনে যেভাবে দুষ্কৃতীরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা করেছে, সেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা একটি ডেপুটেশন দেয়। বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।

তৃণমূলের জয়জয়কার দক্ষিণেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা উপ–নির্বাচনের আসনগুলিতে। ফলাফল প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার। ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া গ্রামে পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর গ্রামসভা এই প্রথম আসনে তৃণমূলের প্রার্থী আফতার উদ্দিন মোল্লা ২০৭ ভোটে জয়ী হয় সিপিএমকে হারিয়ে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আসনটি সিপিএমের দখলে ছিল। ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির ৫ নম্বর আসনটি তৃণমূলের প্রার্থী অশোক হালদার ৪,৩৭৭ ভোটে জয়ী হয় বিজেপি প্রার্থী তপন মণ্ডলকে পরাজিত করে। গোসাবা সাতজেলিয়া গ্রামসভা আসনে তৃণমূলের প্রার্থী সাবিত্রী মণ্ডল এবং বাসন্তীতে তৃণমূলের প্রার্থী জয়ী হয়। ডায়মন্ড হারবার মহকুমার ৮টি গ্রাম সভা আসনে ৭টি তৃণমূল ১টিতে সিপিএম জয়ী হয়। এই মহকুমার রায়দিঘির নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতি আসনে জয়ী হয় তৃণমূলের প্রার্থী। অন্যদিকে কাকদ্বীপ মহকুমা ৮টি গ্রামসভা আসনে ৮টিতেই জয়ী হয় তৃণমূলের প্রার্থীরা। এই মহকুমা নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ ব্লকগুলিতে মোট ৮টি গ্রামসভা আসনে উপ–নির্বাচনে ভোট হয়। সব কটি আসনে তৃণমূলের জয়জয়কার। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট গণনা শেষ হয়।

নস্করপুর ও কামরায় চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ অক্টোবর বজবজ ২ নং ব্লকের নস্করপুর ও কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারী বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক প্রদান করা হয় আড়িয়াপাড়া হাই স্কুলের মাঠে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কৃষি আধিকারিক অথৈ গুপ্তা, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, নস্করপুর পঞ্চায়েতের প্রধান তড়িৎ মণ্ডল প্রমুখ। এদিন দুটি পঞ্চায়েতের প্রায় ২৩০০ জন কৃষককে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্লক কৃষি দফতর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে চেক তুলে দেওয়ায় অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মহানগরে

সৌর আলোয় সাজবে শহরের ২২টি উদ্যান

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরসভা শহরের ২২টি উদ্যানকে আলো দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু আলো দিয়ে সাজাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, উদ্যান পিছু সিইএসসি'র মাসিক ইলেকট্রিসিটি বিল গড়ে প্রায় ৪০, ০০০টাকা অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে। কলকাতায় সব মিলিয়ে ৬৫১টি উদ্যান আছে। তাহলে সব মিলিয়ে প্রতিমাসে ২.৬০ কোটি টাকারও অধিক টাকা বাড়তি ব্যয় করতে হবে। সেটা খুবই খরচ সাপেক্ষ বিষয়। আবার উদ্যানগুলির মিটার থেকে লাগোয়া দোকান বা অন্যান্য জায়গাতেও হুক করে বিদ্যুৎ চুরি করা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শহরের উদ্যানগুলিকে আলোক সজ্জিত করার জন্য পুরসভা এখন

ভিন্ন ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। বিদ্যুতের ব্যয় কমাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ২২টি উদ্যানে সৌর আলো লাগানোর পরিকল্পনা পুরকর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। তবে এই ভাবনা বাস্তবায়নের পুরোটাই রাজ্য সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করছে। কারণ সৌর আলো লাগানোর প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি। একটি সৌর আলো লাগাতে খরচ প্রায় ৩৫–৬০ লক্ষ টাকা। তাহলে এতো টাকা দিয়ে সমস্ত উদ্যানে সৌর আলো লাগানো পুরসভার পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য শহরে বিভিন্ন প্রান্তের ২২টি উদ্যানকে বেছে নিয়ে একটি তালিকা পুর উদ্যান ও আলো দফতর যৌথভাবে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। পুর উদ্যান দফতরের জানান, ২২টি উদ্যানে সৌর বাতিস্তম্ভ বসাতে অনুদান চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পুর ইলেকট্রিক ও লাইটিং দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় ভৌমিক বলেন, সিইএসসি'র লাইন থেকে বিদ্যুৎ চুরি অনেক সহজ। কিন্তু সৌর বাতিস্তম্ভ বসানো হলে বিদ্যুৎ চুরি একেবারেই বন্ধ হবে। তাই প্রাথমিক এককালীন ব্যয় হলেও ভবিষ্যতে এর খরচ অতি সামান্য। মাসিক ইলেকট্রিসিটি বিল এক পয়সাও দিতে হবে না। কেবল যত্নআত্তির প্রতি যথেষ্ট নজর রাখতে হবে। চুরির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডের দেশপ্রিয় পার্কে শহরের প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে সৌর বিদ্যুৎ লাগানো হয়েছে। মোট ৫০টি সৌর বাতিস্তম্ভ বসানো হয়েছিল। যার ফলে অন্য আলোর জন্য সিইএসসি'র মাসিক ইলেকট্রিসিটি বিল অনেকটাই কমে গিয়েছে।

শহরের যে ২২টি উদ্যানে সৌর আলো বসানোর প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পুরসভা দিয়েছে

পুর ওয়ার্ড নম্বর	উদ্যানের নাম
৪	খেয়ালি পার্ক
৫	টালা ঝিল পার্ক
৭	ভগিনি নিবেদিতা উদ্যান
৮	শ্যাম পার্ক
৯	কুমারটুলি পার্ক
২২	দেশবন্ধু পার্ক
২৬	রবীন্দ্র কানন
৪০	কলেজ স্কোয়ার
৪৪	মহম্মদ আলি পার্ক
৫০	সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার (লেবুতলা পার্ক)
৫১	রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
৫৪	পদ্মপুকুর স্কোয়ার
৫৭	ক্যানাল সাউথ রোড পার্ক
৬০	লেডিস পার্ক
৬২	হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার
৬৩	অকল্যান্ড স্কোয়ার
৬৪	পার্ক সার্কাস ময়দান
৬৯	ম্যাডক্স স্কোয়ার (বালিগঞ্জ)
৯৭	চণ্ডী ঘোষ পার্ক
১২৭	সরসুনা কলেজ লাগোয়া ১নম্বর ঝিল সংলগ্ন উদ্যান
১২৯	মোহিনীকুঞ্জ উদ্যান (বেহালা সেনপল্লি)
১৩২	বিবেক কানন (বেহালা পর্ণশ্রী)

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১০ অক্টোবর – ১৬ অক্টোবর, ২০১৫

'ডিজিট্যাল ভারতে' ভোট হোক অনলাইনে

রক্তাক্ত নির্বাচন ভারতের 'ঐতিহ্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে পঞ্চায়েত হোক কিংবা লোকসভা। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে এই ঘটনা স্বাভাবিক বলে নাগরিকরা 'মেনে' নিয়েছে। সম্প্রতি বিধাননগর, বালি, আসানসোলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাংবাদিক নির্যাতন এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রশ্ন তুলে দিয়েছে কোটি কোটি টাকা ব্যায় নির্বাচনের এই প্রহসন কতটা বাস্তব সম্মত। যে রঙের শাসক ক্ষমতায় থাকেন তারাই হয়ে ওঠেন ভোটের চালক। গণতন্ত্র বারংবার পরাজিত হয় দলতন্ত্রের কাছে।

বিশ্বের বহু রাষ্ট্রে পুরনো প্রথায় ভোটদানের ভাবনা–চিন্তা শুরু হলেও বৃহত্তর গণতন্ত্রের দেশ ভারতে রক্তাক্ত নির্বাচনের ধারা বদলানো প্রয়োজন। পরিবর্তন আনা দরকার ভোটদান প্রক্রিয়ার। আজ বিজ্ঞানের দৌলতে ভারতের গ্রামাঞ্চলেও মোবাইল পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে, পৌঁছে গিয়েছে স্যাটেলাইট টেলিভিশন পরিষেবাও। সোশ্যাল মিডিয়া আজ শুধু শহরাঞ্চলে নয় গ্রামীণ ভারতেও ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে। নেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা কিংবা নেটের মাধ্যমে পরিবহন বুকিং ইত্যাদিতে ভারত ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। মোদির ডিজিট্যাল ভারত যা একদা রাজীব গান্ধির আমলে স্যাম পিত্রোদার হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল আজ তা অনেকটাই সাবালক হয়ে উঠেছে।

দেশে বিদেশে মেকিং ইন্ডিয়ার বার্তা নিয়ে মোদি ক্রমশই বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে এক সম্ভাবনাময় দেশ হিসাবে বারংবার তুলে ধরছেন। সেইসব দেশে ভোট প্রক্রিয়ায় এত মানুষের রক্ত ঝরে না, লুণ্ঠিত হয় না গণতন্ত্র। ওইসব দেশে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে তা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ।

নিখুঁত ভোট প্রক্রিয়া ইভিএম মেশিনে যতটা সম্ভব তার চেয়েও অনেক কম খরচে, কম সময়ে, মানুষের মান–মর্যাদা বজায় রেখে করা সম্ভব অনলাইনে। আমাদের ভোট প্রক্রিয়ায় শুধু অর্থ নয়, ভোট কর্মীদের কিংবা রাজনৈতিক কর্মীদের হেনস্থা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতান্ত্রিক সমাজ ভাবনার প্রতিটি বুনন। দুর্বল হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর বেড়ে চলে গোষ্ঠী রাজনীতি, আর জাত–পাতের জঘন্য খেলা। অনলাইনে ভোট হোক দেশ জুড়ে, একই সময়ে। হতে পারে তা বিভিন্ন স্তরে। গ্রামাঞ্চল, আধা শহর ও শহরে ভোট প্রক্রিয়ার ধারা কী হবে তা প্রযুক্তিবিদ ও সমাজবিদদের দ্বারা নির্ধারিত হোক।

গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষায় ষোলো বার লোকসভা নির্বাচন হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে হিংসা আর অবিশ্বাসের বাতাবরণ। 'ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া'র স্বপ্ন যাতে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে দেশবাসীর কাছে, রাজনীতিকদের ওপর মানুষ নির্ভর করতে পারে এবং অতি দ্রুত সেই ভাবনাই হোক আজকের ভোট নির্ভর রাজনীতিকদের ও বিদ্বজনদের। এই দাবিই জানায় আলিপুর বার্তা।

অমৃত কথা

যতক্ষণ না সংসারে ভোগের বাসনা শেষ হয়, ততক্ষণ কর্ম করা দরকার। যেমন একটা পাখি গঙ্গায় একখানা জাহাজের মাস্তুলের ওপর অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল। জাহাজ ক্রমে ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে প ড়লো, চতুর্দিকে কুলকিনারা নেই দেখে পাখিটার চমক ভাঙলো। তখন ডাঙায় ফিরে যাওয়ার জন্যে সে উত্তর দিকে উড়ে গেল, অনেক দূর উড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কোনও কুলকিনারা দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে আবার

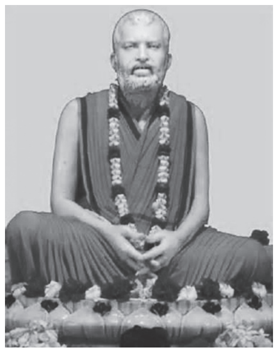

মাস্তুলের ওপর বসলো। খানিকক্ষণ পরে পাখিটা আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল, সেদিকেও কুলকিনারা দেখতে না পেয়ে চারদিকে কেবল জল দেখে ভারী ক্লান্ত হয়ে আবার ফিরে এসে মাস্তুলের ওপর বসলো। এবার অনেকক্ষণ জিরিয়ে ক্রমান্বয়ে আবার যখন পূর্ব ও পশ্চিমদিকে গিয়েও কোথাও কুলকিনারা দেখতে পেলো না, তখন অগত্যা সে ফিরে এসে সেই জাহাজের মাস্তুলের ওপর নিশ্চেষ্ট হয়ে নিশ্চিন্তভাবে বসে রইল, আর উঠল না।

সংসার কি ছাড়তে হয়? সংসারে থেকে সাধনা করতে করতে সংসার আপনি পালিয়ে যায়।

যারা কানা হয়ে জন্মায়, তারা মুক্ত হতে পারবে না। সাধন ভজন করলে উর্দ্ধ সংখ্যা তারা পরজন্মে চক্ষু বি শিষ্ট হয়ে জন্মাতে পারে।

হনুমানকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আজ কি তিথি?' হনুমান বললে, 'আমি তিথি নক্ষত্র ওসব কিছুই জানি না– আমি কেবল রামকে জানি।'

লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম একি আশ্চর্য। এতো বড় জ্ঞানী বশিষ্ঠদেব পুত্র শোকে অধীর হয়ে কাঁদলেন।' রাম বললেন, 'যার আলো বোধ আছে– তার অন্ধকার বোধও আছে, যার জ্ঞান আছে– তার অজ্ঞানও আছে, কিন্তু উনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি অশুচির পার।'

ক্রোধ তমোগুণের একটা লক্ষণ। ক্রোধে দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করলেন, এ জ্ঞান নেই যে সীতাদেবীর ঘরটিও পুড়ে যেতে পারে।

যখন কোনও খারাপ জায়গায় যাবে, তখন মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেও। তা হলে অনেক মন্দ কাজ করবার ইচ্ছে থাকলেও তা থেকে রক্ষা পাবে। মার কাছে থাকলে লজ্জায় মন্দ কাজ করতে পারবে না।

ফেসবুক বার্তা

দক্ষযজ্ঞে দেবাদিদেব আমন্ত্রিত না পাওয়ায় পিতার কাছে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিবপত্নী সতী। পিতার রোষানলে টুকরো টুকরো হয়ে যায় দেবী মায়ের শরীর। যে ৫১টি পবিত্র স্থানে মা সতীর দেহের টুকরো পাওয়া যায় সেখানে গড়ে উঠেছে দেবী পীঠস্থান। ফেসবুক চিত্রে সেই ৫১ পীঠের কোলাজ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নতুন শিল্প উপনগরী, নয়া অর্থনীতি–কর্মক্ষেত্র

বিকল্পিত রাজারহাট

পর্ব ৫

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজারহাট নিউটাউন উপনগরীর ইতিকথা লিখতে গিয়ে বিশ শতকের ভারতে কয়েকটি শিল্প নগরী পত্তনের ইতিহাস মনে পড়ে যায়। বিশ শতকের শুরুতে বিহারের বর্তমানে ঝাড়খন্ডের একটি গ্রাম 'সাকচি' কিনে নেয় জামশেদজি টাটা। এই গ্রামের জমি ছিল অনুর্বর। ছোটনাগপুরের এই অঞ্চলটি খনিজ সমৃদ্ধ। দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে শুধু রাজনৈতিক চিৎকার আন্দোলন করলে চলবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বুঝিয়ে দিতে হবে তারা আপন শক্তি প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। বিকল্প এই শিল্প পরিকাঠামোর নির্মাণের জন্য ভারতের এই ছোট গ্রামটিতে জামশেদজি নসরতজি টাটা নামক প্রথম ভারতীয় প্রথম জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে টাটা নগর শহরটি নির্মাণ করেন। ১৯১৯ সালে লর্ড চেমসফোর্ড একদা 'শাকচি' গ্রামের নামকরণ করেন। জামশেদপুর ইস্পাত শহরের নামকরণ হয় টাটা নগর। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রায়ত্তধীন লৌহ ইস্পাত সংস্থা রাউরকেল্লা– দুর্গাপুর– বোকারো– সালেম গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ এলাকা শিল্প নগরীতে পরিণত হয়। বিপুল কর্মসংস্থানে স্থানীয় মানুষ যুক্ত হতে পেরেছিল। রাষ্ট্রায়ত্তধীন অর্থনীতির দিন শেষ। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে কালচক্রের ধরণ পাল্টেছে। বিলগ্নীকরণ বেসরকারীকরণের যুগে উপনগরী নির্মাণ হয় পুঁজি বা মুনাফা লুঠের জন্য। ১৯২৩ সালে জামশেদজি টাটা ব্যক্তিগত এই উপনগরী পত্তনের শুরুতে বলেছিলেন, এই শহর হবে কর্মীদের বাসস্থান। যেখানে সংস্কৃতি ধর্ম বর্ণের সমন্বয় ঘটবে। রাজারহাট উপনগরী ধর্ম–বর্ণ–সংস্কৃতির বাসযোগ্য হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় মাতৃভাষায় শিক্ষিত বেকারের অন্নসংস্থানের শান্তির আবাস গড়ে তোলেনি।

শুরুর সময় নিউটাউন আবাসন, প্রকল্প নির্মাণে পরিকল্পনা নিয়েছিল। অফিস কলকারখানার বিষয় নির্দিষ্ট করে কিছু বলা ছিল না। পরিকাঠামো শিল্পে সংস্থান গড়ে উঠলে উপনগরী দুষণে ভুগবে। পরিষেবা গত শিল্প–মল–বিনোদন ক্ষেত্র গড়ে তোলা যেতে পারে।'' কিন্তু শিল্পক্ষেত্র একেবারেই 'না'।

তথাপি নিউটাউন আবাসন নগরী থাকল না। ভুবণীকরণ বাণিজ্যের অবাধ চলাচলের স্বার্থে নব্বই–এর দশক থেকে নিউটাউন হয়ে উঠল যুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল এবং বিশেষ বাণিজ্য অঞ্চল বা সেজ। ২০০৫ সালে 'সেজ' আইন অনুযায়ী মুক্ত বহু পণ্য অঞ্চলে পরিণত করে রাজ্য সরকার। অতীতে সল্টলেকে রত্ন স্বর্ণ বাণিজ্যের জন্য মণিকাঞ্চন গড়ে তুলেছিল। রপ্তানি বাণিজ্যিক প্রসারের স্বার্থে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ'–এ তথ্য প্রযুক্তি নগরী গড়ে তোলা হলো। ডালমিয়া গোষ্ঠী (বানতলায় ইউনিটেক (নিউটাউন) আই বি সহ একাধিক তথ্য সংস্থা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবসা শুরু করে। কিছু কিছু তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা অবশ্য সেক্টর ফাইভ থেকে নিউটাউনে তাদের অফিস স্থানান্তর করে।

পরিকল্পিত নগরীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ দুভাবে হয়েছিল। প্রথমত মিস্ত্রি মজুর ইলেকট্রিশিয়ান, কলের মিস্ত্রি যারা বহুতল আবাসন নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দ্বিতীয় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মী। পেশাদারী শিক্ষার কারণে বিপুল অঙ্কের বেতন প্যাকেজ ২০১০–১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫০০টির বেশি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার ১.২৫ লক্ষর বেশি কর্মী লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে ২২৬টির বেশি সফটওয়ার প্রযুক্তি পার্ক কলকাতায় রয়েছে। গত ১৫ বছরে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ দেশের প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম তথ্য প্রযুক্তি নীতি রূপায়ন করে। এই নীতি কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে 'public utility services'–এর মর্যাদা দেয়। তথ্য প্রযুক্তি নীতির স্বার্থে West Bengal shops and Commercial Establishment act 1963–র সংশোধন করে বলা হয় যে এই সংস্থাগুলি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে এবং মহিলরা রাতে কাজ করতে পারবে। তবে মহিলাদের রাতে অফিসে থাকাকালীন তাদের সুরক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা সংস্থা করবে। যদিও অধিকাংশ তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা এই সুরক্ষা নীতির ধার ধারে না।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) সেক্টর ফাইভে গড়ে ওঠার ফলে শ্রমের ক্ষেত্রে ধরণের পরিবর্তন হয়। কল সেন্টারে বিপিওতে যে কাজের সুযোগ এসেছে সেক্ষেত্রে অল্প শিক্ষিত হলেও ইংরেজিভাষায় কথা বলায় স্মার্ট হতে হবে। এই কল সেন্টারের কাজ করার সময় আসলে নামের প্রথম অক্ষরে সহকর্মীরা ডেকে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 'ক্লায়েন্ট'–দের বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করাটাই বিপিও কর্মীদের কাজ। ২০০৩ সালে ১৩ই জুন The Times Literary supplement এই কর্মীদের 'সাইবার কুলি' বলে চিহ্নিত করায় দেশব্যাপী বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। লেখক হরিশ ত্রিবেদীর যুক্তি ছিল বিশ্বায়নের যুগে কর্ম ক্ষেত্রে কর্মীদের এমন ভাবে শোষণ করা হয় যাতে তারা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে না পারে। একদিন কাজে না এলে তাদের বেতন কেটে নেওয়া হয়। বিশ্বায়ন শ্রমের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি পেশায় নতুন ধরনের শোষণ কৌশলকে গড়ে তুলেছে ২০–৩০ বছর বয়সী যুবক–যুবতীরা এই শোষণ যন্ত্রণার শিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সল্টলেক রাজারহাটকে দ্রুত শিল্পনগরী হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্বার্থে বাণিজ্য বান্ধব নীতি নেয়। সরকার বহুজাতিক পুঁজি রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য প্রথম ৫ বছর ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ কর মুক্ত পরবর্তী ৫ বছর ৫% কর মুনাফার ওপর ছাড় দেওয়ার নীতি ঘোষণা করে। টেকনো–হাব গড়ে উঠলে সস্তায় তথ্য প্রযুক্তি কর্মী বহুজাতিক সংস্থা রাজ্য থেকে নিয়োগ করতে পারবে। এর ফলে এই সব সংস্থাগুলির মুনাফা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনই রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। ২০০৯–১০ সালে রাজ্য বাজেটে ২৫০ মিলিয়ন অর্থ তথ্য প্রযুক্তির বাজার নির্মাণের জন্য পরিকাঠামো শিল্পে বিনিয়োগের জন্য খরচাখরচের কথা বিধানসভায় ঘোষণা করে সেজের স্বীকৃতিতে তথ্য প্রযুক্তি এবং জুয়েলারি শিল্পজাত পণ্যের রফতানি বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই দুই ক্ষেত্রে অপ্রতুল হলেও কর্মসংস্থান হয়। ৫০ হাজারের বেশি কর্মী সেজভুক্ত এই দুই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

সেক্টর ফাইভ এবং নিউটাউন এই দুই এলাকার উন্নয়নে সেই সময় রাজ্য সরকার যে মনোনিবেশ করেছিল তার প্রধান কারণ ছিল পারস্পরিক। সেক্টর ফাইভ শিল্প এলাকা এবং নিউটাউন আবাসন নগরী গড়ে উঠলে কলকাতা এবং হাওড়া থেকে জনসংখ্যার চাপ কমানো যাবে। ১৯৯৯ সালে হিডকো কলকাতা মেট্রোপলিটন অথরিটিকে এক রিপোর্টে উল্লেখ করে কলকাতা এবং হাওড়ায় ধারাবাহিক ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে দ্রুত হারে ঘটে চলেছে, আগামী ১৫ বছরে ২০ মিলিয়ন জন বিস্ফোরণ ঘটবে। এই রিপোর্টে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে কলকাতা ও হাওড়ার উপকণ্ঠে দুটি বাণিজ্য শহর নির্মাণ আজও প্রয়োজন। কলকাতার কেন্দ্রস্থল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে, সল্টলেক–নিউ টাউনের দূরত্ব। ৫ কিলোমিটার বিমানবন্দর এবং ২ কিলোমিটার নতুন বাণিজ্যিক জেলা নির্মাণের প্রশস্ত ক্ষেত্র। দুয়োরাণী কলকাতার সম্প্রসারণ উপনগরী নির্মাণের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হলেও সুয়োরাণী হাওড়ার সম্প্রসারণে পূর্বতন বাম সরকার সেইভাবে গুরুত্ব দেয়নি। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে জমি দিয়ে এবং কলকাতা পশ্চিম বিশাল তোরণ নির্মাণ করে রাজ্য সরকার দায়িত্ব শেষ করছিল। সালিম গোষ্ঠী আবাসন নির্মাণের নামে টাকা লুঠ করে ইন্দোনেশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছে। যারা প্লট কেনার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা এখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষছে। কলকাতা ওয়েস্ট নির্মাণের যে বিপুল অর্থে দুর্নীতি বাম শাসনের সময় হয়েছে তার কোনও প্রতিকার হয় নি।

দুয়োরাণী কলকাতার সম্প্রসারণ উপনগরী নির্মাণের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হলেও সুয়োরাণী হাওড়ার সম্প্রসারণে পূর্বতন বাম সরকার সেইভাবে গুরুত্ব দেয়নি। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে জমি দিয়ে এবং কলকাতা পশ্চিম বিশাল তোরণ নির্মাণ করে রাজ্য সরকার দায়িত্ব শেষ করছিল।

সেক্টর ফাইভ থেকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসে নিউটাউন উপনগরীতে আসার সময় চোখে পড়ে রাস্তার দুই ধারে বহুতল আবাসনে তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার লম্বা লম্বা টাওয়ার। এই টাওয়ারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। বিশ্বায়নের অভিধানে এই টাওয়ার বিশ্ব স্থানান্তকরণের যোগসূত্র। সন্ধ্যা গড়িয়ে যত রাত হবে তত কাজের চাপ। ইউরোপ, আরব এমনকি এশিয়ার দেশগুলির ঘড়ির গতির সঙ্গে ভারতের স্ট্যান্ডার্ড টাইমের বিরাট ব্যবধান। আমাদের বিছানায় ক্লান্তি যাপনের সময় ওদের অফিসের ব্যস্ততা। তাই এদেশের তরুণ প্রজন্মকে রাতের ঘুম ত্যাগ করে কলসেন্টারে কম্পিউটার হেডফোন কানে লাগিয়ে বসে থাকতে হয় বিদেশি ক্লায়েন্টের সঙ্গে বার্তালাপ করে তার চাহিদা বা সন্তুষ্টি বিধানের পরিষেবা অথবা বিপনণের প্রয়োজন মেটাতে।

বিশ্বঅর্থনীতিএখনপরিকাঠামো শিল্পের চেয়ে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানগত ক্ষেত্র এবং প্রক্রিয়াগত অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুঁজিবাদ ধ্বংস হয় নি। উত্তর পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে, তথ্য সমাজ গঠনের কৌশলে। ওরা সাইবার–সাহেব, সাইবার কুলি হলেও এই বেশ ভালো আছি। অফিস নয়, ক্যাম্পাসের বিশাল অট্টালিকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, রঙিন কাঁচের বিচ্ছুরিত পড়ন, সূর্যের আলোয় অফিস বান্ধবীর সঙ্গে শ্রান্তির নিশ্বাস, ইউরোপে তো ভোর হয়েছে। কলের পর কলে কান বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হবে কিছুক্ষণ বাদে।

সব ঝুট হ্যায় — তফাৎ যাও

নির্মল গোস্বামী

৩/১০/২০১৫ বিধাননগর পুরসভার ভোট। 'ক' বাবুর বয়স সত্তর পার হয়েছে। ভাবলেন তাড়াতাড়ি ভোটটা দিয়ে আসি। আজ পর্যন্ত ভোট দান থেকে কোন দিনই বিরত থাকেননি। আগে মফস্বল শহরে চাকরি সূত্রে থাকা। তারপর বিধাননগরে প্রায় ২০ বছর হয়ে গেল। ভোটের লাইনে তেমন ভিড় নেই। 'ক' বাবু ভাবলেন ভালই হল তাড়াতাড়ি ভোটটা দিয়ে দিই। ভিতরে ঢুকে এগিয়ে যাবেন এমন সময় বছর ২০/২১ এর এক ছোকরা বলল এই যে দাদু কেন ভোট দিতে এসেছেন? এই তো বারণ করলাম। বুড়ো বয়সে মারধর খাবেন? যান যান বাড়ি যান আপনার ভোট আমরা দিয়ে দেব। 'ক' বাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করবেন ভাবছেন এমন সময় হুংকার ভেসে এল কথাটা কি কানে গেল না। অনেকগুলো চোখ একসঙ্গে যেন 'ক' বাবুর প্রতি ব্যাঙ্গ করে উঠল। ধীরে ধীরে বুথ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ঘোরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে বিছানায় ধপাস করে বসে বুক ভরে শ্বাস নিলেন। এতোক্ষণ যেন দম বন্ধ ছিল। চোখ বন্ধ করে পাঁচ মিনিট বসে রইলেন। কিন্তু বুকের না মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাবটা যেন কিছুতেই যাচ্ছে না।

এতো অসহায়তা বোধ 'ক' বাবুর জীবনে কখনও অনুভব করেননি। নিজের মনে প্রশ্ন করেন কেন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মারের ভয়ে? মৃত্যু ভয়ে? এই বয়সে যদি মারাই যান তবে কার কি ক্ষতি, তবু তো প্রতিবাদ করে মরার একটা সুযোগ ছিল। পরক্ষণেই মনে হল ঘৃণায় প্রতিবাদ করার ইচ্ছাটুকুও হারিয়ে গিয়েছে। ভোট কর্মী, বুথের পাহারায় থাকা পুলিশ সকলের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করেছিলেন সেই মুহূর্তে।

এতো বছর ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছেন সংবিধান, আইন, রাষ্ট্র গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ঘরের র‍্যাকে রাখা বইগুলো যেন ওর দিকে চেয়ে হাসছে। সব পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল নিজের চুল ছিঁড়তে। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে ঘরের টিভিটা অন করলেন। খবর পেলেন আসানসোলে ভোটের লাইনে দাঁড়ানো তিনজন সাধারণ নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। 'ক' বাবুর মনে হল ওই তিনজন যেন আজ সব থেকে কাছের মানুষ।

এরপর সারাদিন ধরেই টিভির পর্দায় ভেসে এলো কত সংবাদ। ১৭ জন সাংবাদিককে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে পিটানো হচ্ছে অমানসিক ভাবে। পুলিশ দেখছে, প্রশাসন দেখছে। এমএলএ মন্ত্রীরাও এলাকায় গিয়ে দেখছেন। ভোট উৎসবে লোকজন শাসাচ্ছে। উর্দিধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে। জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ দোষীদের ধরতে বলছে না। বুথের ভিতর ছাপ্পা ভোট প্রকাশ্যে দিচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসার নীরব, ম্যাসেজ নেই যে আমরা আক্রান্ত। আক্রান্ত হয়েও খবরটুকু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর মতো পরিস্থিতি নেই। প্রার্থীদের মেরে রক্তাক্ত করে দিল। পুলিশ থেকেও নেই কিছু শোনার বা করার।

'ক' বাবু ভাবতে লাগলেন এই যদি নিরুপায় হয় রাষ্ট্র তবে ভোট করা কেন?

রাষ্ট্রই তো ভোটের অধিকার দিয়েছে নাগরিকদের। ভোট দেওয়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের শুধুমাত্র পবিত্র কর্তব্যই নয়, বর্তমানে বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবছে সরকার। তাহলে রাষ্ট্রের কর্তব্য সাধনে ভোট দিতে গিয়ে নাগরিক কেন গুলিবিদ্ধ হবে? শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোটদানের পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব কার? রাজ্য নির্বাচন কমিশনের যদি সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা না থাকে তাহলে তিনি তো রাজ্য সরকারের পুলিশের উপর আস্থা রেখে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে ছিলেন। তাহলে রাজ্য প্রশাসন কেন সেই দায়িত্ব পালন করবে না? না করলে তার শাস্তি কই? নাগরিক কিন্তু রাষ্ট্রের সরকারের নয়। রাষ্ট্রের দেওয়া অধিকার রক্ষা হচ্ছে কি না তার দেখভাল করার দায়িত্ব সরকারের। তাহলে সরকার যদি দায়িত্ব পালন না করে রাষ্ট্র সেই সরকারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আজ পর্যন্ত? সরকার ব্যর্থ বলে তাকে বরখাস্ত করা হবে না কেন?

সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করে। কোথায় কার কখন নাগরিক অধিকার হরণ হচ্ছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ বিতরণ করে রাষ্ট্র, সরকারকে জানান দেয়। পবিত্র কর্তব্য। সেই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই কেন? রাতের অন্ধকারে কোনও গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি সাংবাদিক মার খায় তা অন্য কথা। কিন্তু এতো ভোটের দিন। গণতন্ত্রের উৎসব পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। কত গর্ব তার। সেই দেশের একদা রাজধানী শহর কলকাতার একটা অংশের পুর নির্বাচন। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, প্রফেসর, আমলা তথা সরকারি উচ্চপদে আসীন ছিলেন এমন লোকের বাস বিধাননগরে। প্রকাশ্য দিনের বেলায় নির্বাচনের আনুসঙ্গিক খবর সংগ্রহে যদি মার খেতে হয়, তবে দেশে পুলিশ প্রশাসন বলে কিছু আছে বলে কি ধারণা করা যায়? যদি থাকে তাহলে কতজন অ্যারেস্ট হন? জামিন অযোগ্য ধারায় কটা মামলা রজু হল? হাইকোর্ট কেন কোনও মামলা করল না? নাগরিক অধিকার, সংবাদিকদের অধিকার সব ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে অথচ রাষ্ট্রের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিশ্চল।

এই পুলিশ প্রশাসন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি চালাতে পারে। আর ভোট লুঠ, সাংবাদিক পেটানো, দেখে চুপ করে থাকে। শাসকদলের ছেলেরা থানায় ঢুকে পুলিশকে মারলে টেবিলের তলায় লুকোয়। এই পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা গ্রহণের কি কোনও উপায় নেই? অপরাধে উৎসাহ দিলে যদি দোষী হয়, তাহলে মন্ত্রীরা যখন প্রকাশ্যে মিথ্যা কথা বলে অপরাধকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা অপরাধী হবেন না কেন? চিত্র দেখাচ্ছে এক তবুও তারা অস্বীকার করছে? বলছে সিপিএম সাংবাদিকদের মেরেছে। তাহলে প্রশ্ন আসে সিপিএম সাংবাদিকদের মারছে আর তোমাদের পুলিশ তাদের বাঁচালো না কেন? কেন সিপিএম এর গুন্ডাবাহিনী গ্রেপ্তার হল না? এতো নির্লজ্জ মিথ্যা কথা বলেও পার পাওয়া যায়। তার কারণ হল ক্ষমতা। সরকারি ক্ষমতা। দলের ক্ষমতা।

এখানে সরকার নিরপেক্ষ কোনও আইন নেই বা আইনের প্রয়োগ নেই। রাষ্ট্র বলে কোনও বস্তু নেই। সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে নাগরিকদের অধিকার বা ন্যায় বিচার পাবার আশা। সরকার বলতে এখানে সরকারি দলই সব কিছুর বিষয়ক শক্তি। সেই দলের নেতানেত্রীর কথা বেদবাক্য। 'ক' বাবু আজ অনেক কিছু ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে মনে হল তাই তো। বইয়ে এতো দিন যা পড়েছি, যা পড়িয়েছি তার কোনও মিল নেই বাস্তবের সঙ্গে। নাগরিকদের কোনও ক্ষমতাই নেই। পুলিশের নিরপেক্ষ কোনও ক্ষমতাই নেই। বিচার ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত কোন ক্ষমতাই নেই। রাষ্ট্রপতির হাত–পা বাঁধা আইন দিয়ে আবার দলের রাজনীতি দিয়েও।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের ব্যাপারে কতটা নাক গলাবে সেটা নির্ভর করে তার রাজনৈতিক ফায়দার উপর। নাগরিক অধিকার ভেসে গেলেও তার কিছু যায় আসে না। অথচ নাগরিক যদি ঠিক সময়ে ট্যাক্স না দেয় তখন আর রাজ্যের বিষয় নয়, খপ করে তার প্রশাসন এসে ধরবে। যা পড়া হয় তা যেন রাত্রের স্বপ্ন। 'ক' বাবু আজ ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের মেহের আলির মতো চিৎকার করে উঠলেন, ''সব ঝুট হ্যায়, তফাৎ যাও''। রাতের মায়া আমরা যেন না ভুলি। ওই পাষাণ প্রাসাদসম আমাদের আইন সংবিধান, শাসন ব্যবস্থা যেখানে নূপুরের ধ্বনি নেই সুরের মূর্চ্ছনাও নেই। আছে শুধু দল আর দলীয় স্বার্থ। বাকি সব ঝুট হ্যায়।

পালাবার পথ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

গা ছমছমে পরিবেশ। যাই হোক পুলিশ ওই সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে খবর আসে সিয়ান স্টেশনের কিছুটা দূরেই এক প্রকান্ড ঝোপ। ঝোপের ভেতরে একটা প্রকান্ড দরজা। যেটা সমতলের সাথে মিশে আছে। এটাই পালাবার রাস্তা। কিন্তু পাচারকারীরা জানত না যে ওখানেও পুলিশ মোতায়েন করা আছে। সুব্রত পানিগ্রাহী ও তার সঙ্গী শুভঙ্কর আগেই চলে যায় ওই রেল স্টেশনে। যেখান থেকে পাচারকারীরা একটা একটা করে মেয়ে নিয়ে বেরতে যায় আর ধরা পড়তে থাকে পুলিশের হাতে। মোট এইভাবে ৬৫ জন মেয়ে উদ্ধার হয়। ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদের ওই দুটি মেয়েও। জানা গেল, এই মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছিল নেপালের উদ্দেশ্যে। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। গোপালগঞ্জ থানার পুলিশ কাকদ্বীপ পুলিশের হাতে তুলে দেয় ৯ জন মেয়ে আর ওই ছোট ছেলে অলোককে। সুব্রত পানিগ্রাহী, তার সহকর্মী শুভঙ্কর ও উদ্ধারকারী পুলিশ কর্মীদের নিয়ে আসে কাকদ্বীপে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ডান্স মাস্টারও গ্রেফতার হয়। কোর্ট মারফত এদেরকে নিজ নিজ অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 'চেতনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' ওই মেয়েদেরকে নিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা চালানোর উদ্যোগ নেয়। পরে ওই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা এগিয়ে চলেছে ওই হতভাগ্য মেয়েদের। তবে ঘটনার মূল নায়ক ওই ছোট্ট ছেলে অলোক। যার হাত ধরেই উঠে এল এই মেয়েরা। কিন্তু শেষ পরিণতি কি হলো ওই ডান্স মাস্টারের। আইনের ফাঁকে ছাড়া পেল ওই মাস্টার। তা হলে কি আইনের নামে প্রহসন চলবে সাধারণ মানুষের কাছে? আগামী দিনেও কি এভাবে চলবে নারী পাচার? উঠে আসবে এরকম হাজারও প্রলোভন করার মতো খলনায়ক নাচের মাস্টার? এটাই প্রশ্ন সাধারণ মানুষের।

জাল নোট পাচারে

প্রথম পাতার পর

আগে মূলত পাকিস্তান থেকে আইএসআই মারফৎ ঢাকা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা হয়ে এ রাজ্যে ও ভারতে জাল নোট ঢুকতো। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গি জেহাদিরা সীমান্তবর্তী এলাকায় জাল নোটের ইউনিট খোলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথেষ্ট চিন্তিত। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে পশ্চিমে ভারতের পাক সীমান্ত ও উত্তর পূর্ব ভারতের নেপাল সীমান্তে কড়া নজরদারির কারণে এখন পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলাকেই জাল নোট পাচারের সবচেয়ে বড় ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহার করছে জেহাদি জঙ্গিরা।

প্রামাণ্য দলিল করে তুলতে হবে

প্রথম পাতার পর

জানা গেল এই দিনে প্রতিবছর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে স্মারক বক্তৃতা। অনুষ্ঠানের শেষ হল সভাপতি বিজন মণ্ডলের ধন্যবাদ ও ছোট্ট ভাষণে।

উল্লেখ্য ওই দিন সকাল সাড়ে নটায় বিষ্ণুপুরের সামালির বিবেক নিকেতনে সমিতির আবাসিক শিশু, সদস্য ও কর্মীরা আয়োজন করে তরুণভূষণ গুহ স্মারক সভা। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর সকলের স্মৃতিচারণায় উঠে এলেন স্রষ্টা–সমাজসেবী তরুণ ভূষণ গুহ। সকলেই বললেন শারীরিকভাবে অনুপস্থিত হয়েও আজও তিনি সকল কর্মকান্ডে আছেন। তাইতো এত সফলভাবে এগিয়ে চলেছে তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সমিতি, তাঁর আলিপুর বার্তা।

বারুইপুরে সাংবাদিকদের মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধাননগর পুর নির্বাচনে সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছেন সাংবাদিকরা। তারই প্রতিবাদে বারুইপুর ও সোনারপুরের সাংবাদিকরা রাস্তায় নেমে ধিক্কার মিছিল করেন ৫ তারিখ বিকাল ৪টায় বারুইপুরে। পদ্মপুকুর মোড় থেকে মিছিল শুরু করে শেষ হয় বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে। সমস্ত সাংবাদিকদের মুখ বাঁধা ছিল কালো কাপড়ে। সেদিনের মৌন মিছিলে প্রায় ৩৫ জনের মতো সাংবাদিক যোগ দেন। প্রায় দু কিলোমিটার পথ হেঁটে বারুইপুরে মহকুমা শাসকের অফিসে পৌঁছালে কালোকাপড় খুলে সাংবাদিকরা দেখা করেন মহকুমা শাসক রাজর্ষি মিত্রের সঙ্গে স্মারক লিপি দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় নিরাপত্তার। মহকুমা শাসক বলেন, 'আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবো আপনাদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়।

'গীতাঞ্জলি' ও 'আমার ঠিকানা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য আবাসন দফতরের 'গীতাঞ্জলি' ও 'আমার ঠিকানা' প্রকল্পে গত অর্থবর্ষ পর্যন্ত মোট ৬১,০৫২টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে এই দুই স্কিমে আরও ৬০ হাজারটি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এরই সঙ্গে মহিলা কর্মীদের সুবিধার জন্য কলকাতার পাঁচ এলাকায় হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি গাইঘাটা উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা লোকশিল্পী ৪৮ বছর বয়স অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী গত ২৩/১২/১১ তারিখে বনগাঁ কোর্টে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে অনুশ্রী চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত হইলাম। অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী ও অনুশ্রী চক্রবর্তী এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

অনুশ্রী চক্রবর্তী

চাঁপদানির শ্রমিক সমাবেশ

মলয় সুর, চাঁপাদানি : রবিবার অ্যাঙ্গাস চন্দনপাড়া ফুটবল মাঠে সিআইটিইউ হুগলি জেলা একাদশ সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা সাংসদ মহম্মদ সেলিম বলেন, রাজ্যে হামলা, মামলা ও গামলা সরকার চলছে।

শুক্রবার ও শনিবার ভদ্রেশ্বর চাঁপদানি রবীন্দ্রমঞ্চে সাড়ে পাঁচশো প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন হয়। সেলিম বলেন, এ রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞাপন দিয়ে আত্মপ্রচার করেননি। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সততার প্রতীক লিখে কাট আউট দিতে হয়। আসলে এতে গলদ রয়েছে। লাখো লাখো মানুষের টাকা লুঠ হয়েছে। সারদা, রোজভ্যালি ও অ্যালকেমিস্ট–এ ব্যাপক টাকার দুর্নীতি হয়েছে। সিবিআই দেখে তাদের মন্ত্রী নেতারা ভীত। আইটিআই–তে প্রশ্নপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করছে। এদিকে তৃণমূলকেও খুন করছে। বীরভূমের নানুরে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে ৩ জন তৃণমূলীকে খুন করেছে। সর্বত্রই খুনোখুনির রাজনীতি করছে ওরা। তিনি আরও বলেন, হিটলার লালঝান্ডাকে দমন করতে পারেনি। এ রাজ্যের নকল হিটলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশ ও দুষ্কৃতীবাহিনী দিয়ে লালঝান্ডাকে দমন করতে পারবেন না। কারণ হাজার হাজার কৃষক–শ্রমিকের রক্ত দিয়ে গড়া লাল ঝান্ডা। এই পুরনির্বাচনে ২১ জন সাংবাদিক গুরুতর নৃশংস্যভাবে আক্রান্ত হলেন। এর কোনও প্রতিবাদ বিক্ষোভ হল না। চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে। সংবাদ মাধ্যমের উপর প্রতিদিন ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলছে। চাঁপদানি এলাকায় বেশ কয়েকটি জুট মিল রয়েছে। এই জুট মিলগুলোর পুজোর ১৭ দিন বাকি, বোনাস হয়নি। মোদি নির্বাচনের আগে 'আচ্ছে দিন আয়েগা' শ্লোগান তুলে ছিলেন।

আর তাতে বেশ কিছু মানুষ আকৃষ্ট হন। এখন মানুষ মোদির প্রচারের ফানুস বুঝতে পেরেছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা নিয়ে মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছেন। সাড়ে চারবছর তৃণমূল সরকার আর দেড় বছরে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। চাঁপদানি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার অচিন্ত্য সুর বলেন, ২০০৪ সালে এই চাঁপদানির ইন্দিরা ময়দানে শ্রমিক সমাবেশে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আসেন। মিনি ভারতবর্ষ চাঁপদানি। বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের বসবাস এদিন সমাবেশে সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও জেলা সম্পাদক সুদর্শন রায়চৌধুরী, রূপচাঁদ পাল, সিআইটিইউ নব নির্বাচিত সম্পাদক অসিত মুখোপাধ্যায়, মিতালী কুমার, ভক্তরাম পান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত সমাবেশে মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে শ্রমিকরা সমাবেশে অংশ নেয়।

মেডিকেয়ার নার্সিং হোমের চতুর্থবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গত ২ অক্টোবর দক্ষিণ শহরতলির ডোঙারিয়া মোড়ে মেডিকেয়ার নার্সিংহোম তাদের চতুর্থ বর্ষ উদযাপন করল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অনিল কান্তি দাস, ডাঃ বিজন বিশ্বাস, ডাঃ সুজন বিশ্বাস, ডাঃ পিয়ালী বিশ্বাস, ডাঃ এস কে মণ্ডল প্রমুখ। মেডিকেয়ার নার্সিংহোম ধনী–গরিব সকল শ্রেণির মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে বলে সকলে দাবি করেন। এলাকার ৩০০ জন ডাক্তার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে চিকিৎসা সক্রান্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে ছিল মধ্যাহ্নভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাঃ এম রহমান সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নবীন বরণ উৎসব

অশোক কুমার মণ্ডল, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : বুধবার মহাসমারোহে সাগর মহাবিদ্যালয়ের 'নবীন বরণ উৎসব' এর আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন টিচার ইনচার্জ প্রবীর কুমার খাটুয়া। এছাড়াও ওই দিন উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা বিভা গোস্বামী, এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপিকা রীতা সোম, ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক বিকাশ মণ্ডল, শিক্ষাকর্মী তথা সাংবাদিক অশোক কুমার মণ্ডল, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম দত্ত সহ উপস্থিত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগদ 'নবীন বরণ উৎসব' এর সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। সাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীগণ আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন করেন। কলকাতা থেকে আগত 'সুরঙ্গম মিউজিক্যাল ট্রুপ' বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

উল্লেখ্য সুন্দরবন বাদাবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে সাগরদ্বীপ একটি বড় মাপের ব–দ্বীপ। কপিল মুনির লীলা ক্ষেত্র এই সাগরদ্বীপে উচ্চশিক্ষার প্রসারে ১৯৯৮ সালে সাগর মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ১৭ (সতেরো) শত ছাত্র–ছাত্রী পঠন পাঠনে নিযুক্ত আছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ঘোষক হিসাবে পরিচালনা করেন মলয় কুমার মাইতি।

সিলিন্ডার প্রতি ভর্তুকি ১২৮ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : চলতি মাস থেকে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি ভর্তুকির ১২৮.২৮ টাকা গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। বর্তমানে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি দাম ৪১৯.৮২টাকা আর কলকাতায় ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি দাম গত ১ অক্টোবর থেকে কমে হয়েছে ৫৪৮ টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের লক্ষ্য সিলিন্ডার প্রতি ভর্তুকির পরিমান ১০০ টাকার মধ্যে আনা।

সে সুত্রেই ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দামকে কমানো। এই নিয়ে টানা চারমাস রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি দাম কমলো। শেষবার জুন মাসে ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রতি দাম বেড়ে হয়েছিল ৬৬১.৫০ টাকা তবে ভর্তুকিবিহীন সাদা কেরোসিন তেলের দাম গত ১ অক্টোবর থেকে লিটার প্রতি ৫০ পয়সা করে বেড়েছে। কলকাতায় ১ লিটার কেরোসিনের দাম ৪৬.৫৬ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৭.০৬ টাকা।

মা–মাটি–মানুষের
সরকারের পক্ষ থেকে
সমস্ত কুল্পি বাসীকে জানাই
শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও
আন্তরিক অভিনন্দন

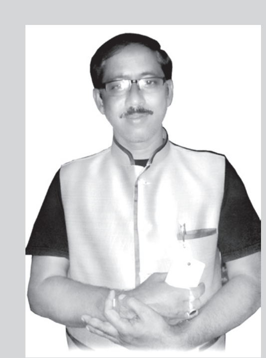

কুল্পি পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি
প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল
কুল্পি বিধানসভা, দঃ ২৪ পরগণা
জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সদস্য

Government of West Bengal
Department of Women Development and Social Welfare
Office of the Superintendent
Home for the Old & Infirm Political Sufferers, South Garia
Baruipur, South 24 Parganas

Memo No. 127/SGH — Date : 24/09/2015

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from bonafied Suppliers/Agencies/Cooperatives for supplying dietary items and other miscellaneous items for one year for the Home for Old & Infirm political sufferers, South Garia, South 24 Parganas.

Tender forms along with Terms & Condition for the said tender will be available from the office of the Superintendent from 05/10/2015 to 03/11/2015 on all the working days from 1200 hours to 3 pm.

Last date of submission of tender is 4th November 2015 up to 3 pm at the office of the Superintendent and it will be opened the office of the SDO Baruipur at 4:30 pm on the same date.

Sd/-
Superintendent
Home for the Old & Infirm Political Sufferers

১১২০(২)/ জেতসদ / ২৪ পরঃ (দঃ)/৫.১০.১৫

EMPLOYMENT NOTICE

District Level Selection Committee, South 24 Parganas
Alipore, Kolkata 700 027

Indicative Advertisement No. DLSC/S24PGS/**01/15** Dated : **13/10/2015**

Applications invited from bonafied citizens of India for filling up the following posts in the Gram Panchayats and Panchayat Samities of South 24 Parganas district. Selection will be made through a competitive examination.

Gram Panchayat : Executive Assistant (20 Posts), Nirman Sahayak (21 Posts), Gram Panchayat Secretary (43 Posts)

Panchayat Samiti : Accounts Cleark (2 Posts), Cleark-cum-Typist (3 Posts), Date Entry Operator (2 Posts)

- Application can be submitted only through online mode by logging **http://s24pgs.gov.in** or **www.zps24pgs.gov.in**
- Last date of online submission of application **:: 02/11/2015** upto **5.00** P.M.
- Date of examination and other information related to the recruitment examination will be available only on **http://s24pgs.gov.in** or **www.zps24pgs.gov.in.**

By order,
Sd/-
District Magistrate, South 24 Parganas &
Chairman, District Level Selection Committee

1150(2)/ জেতসদ / ২৪ পরঃ (দঃ)/9.10.15

পায়ে পায়ে–পাড়ায় পাড়ায়

বর্ষার মেঘের সঙ্গে তীব্র লড়াই করতে করতে যখন শরতের মেঘ উঁকিঝুঁকি দেয় নীল আকাশে তখনই দূষণের শহরের আনাচে কানাচে কাশফুল মাথা দোলায় ধুলো গায়ে। তবু তার সৌন্দর্যে ছাতিম শিউলি ভোর রাতে সুগন্ধের সঙ্গে দেবী বন্দনার আগমনীর জানান দেয়। শুধু হয় বাঙালির সেরা উৎসবের প্রস্তুতির মহাযজ্ঞ। সেই প্রস্তুতির নানা আঙ্গিক, শৈল্পিক দিক, প্রতিমার বিবরণ, সব তুলে ধরা হল নানা পুজা মণ্ডপ ঘুরে জানাচ্ছেন সুদীপ দাস, সুমনা সাহা দাস ও বৈশালী সাহা।

বেহালা ফ্রেন্ডস
বিষয় ভাবনা – বিজয়া

বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের অবমাননার ঘৃণায় আহত। ধর্ষণ, খুন আজ যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের। ভারতে প্রতিদিন ধর্ষিতা হয় ৯০ জনের অধিক নারী। তাই নারী আজ প্রতিবাদের ভাষায় মুখর, যে নারীকে দেবতারা তাদের অস্ত্র ও শক্তি দিয়ে মহিষাসুর মর্দিনী করে তুলেছিলেন সেই নারী আজ তার ভুলুণ্ঠিত লজ্জার প্রতিরোধে অজেয় হয়ে উঠতে চায়। শিল্পী সুশান্ত পাল এই প্রেক্ষাপটে গড়ে তুলছেন তার দেবী অর্ঘ 'বিজয়া' বা অপরাজিতাকে। শিল্পীর কথায় ''এক নারী তিনি ঘরে ঘরে পুজিতা, অন্য নারী ঘরে ঘরে লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা, কেন সমাজের এই দ্বৈত সত্ত্বাকে মাতৃপূজার আঙিনায় তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।''

বড়িশা উদয়ন পল্লি
বিষয় ভাবনা – ছন্দম আনন্দম

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক শাস্ত্রীয় নৃত্য যা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম শিল্পকলা। সেই ধারাকেই বিষয় ভাবনা করে তুলে ধরা হচ্ছে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে। এই নৃত্যের নানা

আঙ্গিক, করণ, অঙ্গহার, পদবেড়া, মুদ্রা, নবরস ইত্যাদির দ্বারা তৈরি হবে মণ্ডপ।

শিল্পী শক্তি শর্মা জানান, 'পদ্মস্থিত' 'করণ' ও ফলকাশ্রিত 'পদবেড়া' ভাসমান থাকবে মণ্ডপের দুই দিকে। নীচে বয়ে যাবে জলধারা, পক্ষীরাজ ময়ূর 'মধ্যমণি' হবে পেখম হাতে মুদ্রার ছন্দে দুলবে, ও তার শিরমণি হয়ে নৃত্যরাজ 'নটরাজ' আবাহন করবেন।

নটরাজ মূর্ত্তিতেই মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর' রূপ, অর্থাৎ দেবী পূজিতা হবেন নটরাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে।

বেহালা নতুন দল
বিষয় ভাবনা ''কোন কলসে প্রাণের সাড়া বিবর্তিত জীবনধারা''

পুরাণের সমুদ্র মন্থন ও তার সেই বিশালাকার কুম্ভের উপর অমৃত কলস রেখে সুরাসুরের সর্প দ্বারা মিলিত প্রয়াসে অমৃতের সন্ধানের গাথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পুজোর মূল ভাবনা। শিল্পী ভবতোষ সুতার তার চিন্তনে মহামায়াকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাসুকীর জাগ্রত ফণার ছায়াতলে। তার সম্মুখে রেখেছে মহাদেবের দুই হস্ত, যাতে থাকবে জল ও তার মধ্যে ছায়া পড়বে দেবীর। আর নিচে থাকবে বিষ্ণুর কুম্ভ অবতারের বিশালাকার মূর্তি।

প্রবেশদ্বারে থাকবে ১২টি হাতির অর্থাৎ ঐরাবতের মস্তক। পুজো আহ্বায়ক সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'আমাদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে প্রতিবছরের মতোই থাকবে মানুষের জন্যে বিশেষ আকর্ষণ।

বুড়োশিবতলা জণকল্যাণ সংঘ
বিষয় ভাবনা – বিশ্ববাংলা

নবমতম বর্ষে শিল্পী শক্তি শর্মার ভাবনায় পুজো মণ্ডপ নির্মিত হবে সম্পূর্ণ মাটির তৈরি সামগ্রীর দ্বারা। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যে মাটি বা মৃৎশিল্পী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত, পোড়ামাটির শিল্পকলা থেকে গৃহসজ্জার ও নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী একটা সময় পর্যন্ত সবই ব্যবহৃত হত গঙ্গার পলিমাটির দ্বারা। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে সেই অভ্যাস এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে মাটির ব্যবহার। ফলে গঙ্গায় দূষণ বেড়েছে, বন্যার সম্ভাবনাও বেড়েছে। তাই এবছরের দেবী আরাধনা সেই সব মৃৎশিল্পীদের উদ্দেশ্যে যারা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

পুজো মণ্ডপের প্রবেশদ্বার তৈরি হবে গণেশের মুখের মধ্য দিয়ে। তার পরে থাকবে মূল আকর্ষণ হিসেবে মাটির কারুকাজ ও ভাস্কর্য।

পূজো আহ্বায়ক রবীন মণ্ডল জানান, ''আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেককে মৃৎশিল্পকে বাঁচাতে বলেছেন, আমরা সেই কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হারিয়ে যাওয়া এই শিল্পকে মানুষের দরবারে তুলে ধরতে চাই।''

৪১ পল্লী
বিষয় ভাবনা : ''শূন্যে তুলির টান''

৫৮ তম বর্ষে শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা এক অভিনব ভাবনায় সাজাবেন মণ্ডপ প্রতিটি উপকথাই দেখলে মনে হবে শূন্যে ভাসমান। বিজ্ঞানের ব্যবহারে ইল্যুশনের মাধ্যমে সম্পাদনা করবে তার ভাবনাকে। দেবীর রূপ হবে আদি ও অকৃত্রিম ডাকের সাজে, তার দুই আঁচলে থাকবেন লক্ষ্মী সরস্বতী।

পুজোর মুখ্য আহ্বায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, ''যেহেতু এবারের বিষয় ভাবনায় শান্ত ও সুমিষ্ট একটি পরিষেবা তৈরি করতে চেয়েছেন শিল্পী, তাই প্রতিবছর বিশেষ আকর্ষণ ধামসা মাদল রাখা হচ্ছে না।''

পাগলা ফৌজ
বিষয় ভাবনা : সচেতনতা

'ক্যানসার' বা কর্কট মরণ রোগ সবাই জানে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও প্রিয়জনের চিকিৎসায় কপর্দহীন হয়ে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু কিভাবে জীবনযাপন করলে কি খাদ্যবস্তু গ্রহণ করলে এই রোগকে প্রতিহত করা যায় সেটাই পাগলফৌজের 'সচেতনতা' শিক্ষা।

শিল্পী অসীম পাঁজা বলেছেন ''দ্রুত কোষ বৃদ্ধি ও পচন এই রোগটির কারণ। আমাদের মণ্ডপ সেজে উঠবে একটি কাল্পনিক কোষের ন্যায়। রোগটির উৎপত্তি ও রক্তের মাধ্যমে শিরা–উপশিরার মধ্যে। তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি আমাদের মণ্ডপের মধ্যে দিয়ে।

জগৎ জননী মা এখানে প্রতিষেধকের দূত। ক্যানসাররূপী অসুর মায়ের পদানত। ক্লাব সম্পাদক সৌমেন রায় জানান, ২০২০ সালে WHO এর মতে প্রত্যেকটি পরিবারে প্রায় ২ জন করে মানুষের ক্যানসার হবে। পুজোর ৩৪ তম বর্ষে দর্শনার্থীদের মধ্যে কিন্তু তা যাতে না হয় সেই বার্তাই পৌঁছতে চাই আমাদের এই থিমের মাধ্যমে।

হাওড়া বাদামতলা বাসস্ট্যান্ড
বিষয় ভাবনা : 'বনে আমি মধুবনী'

৬৬তম বর্ষে একদম ন্যাচেরাল জিনিস দিয়েই ভাবনা ভেবেছেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ সুরাই। গাছের পাতা, ফুল, ফল, শালপাতা ব্যবহার করেই সমস্ত মণ্ডপ সুসজ্জিত হবে। এর সঙ্গে থাকবে কালার দড়ি দিয়ে তৈরি মধুবনী লাই ও চিত্র। ন্যাচেরাল সমস্ত জিনিসই মাটিতে মিশে যাবে রিসাইকেল বিনের মাধ্যমে।

সহসম্পাদক স্বপন সরকার বলেছেন ''তাদের কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে এই পুজো থিমের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমার মূর্তি তৈরি হবে। এবং সকলকে মধুবনী চিত্র আবার মনে করিয়ে হারিয়ে যাওয়া মধুবনী সকলের মনে চিত্রায়িত করবে।'' কলকাতাকে টেক্কা দিতে তাই হাওড়াও মরিয়া।

ত্রিধারায় পুতুল নাচের ইতিকথা

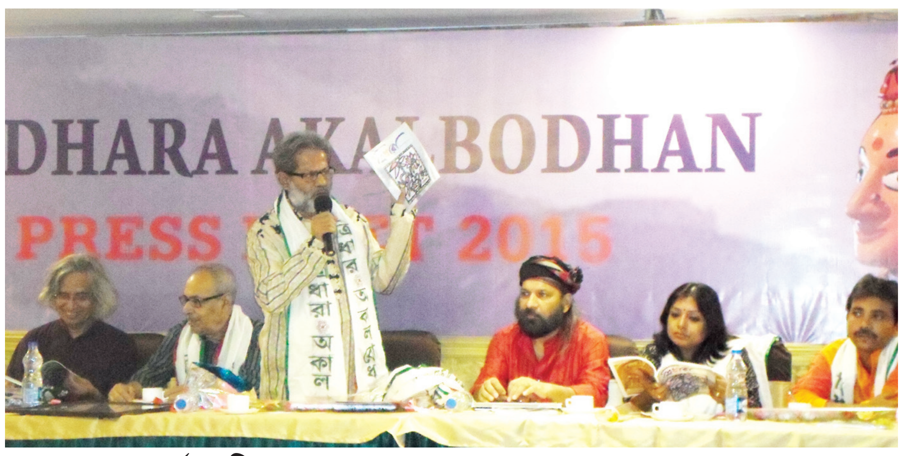

পার্থসারথি গুহ

'ত্র্যহস্পর্শ' অর্থাৎ পাঁজি অনুযায়ী তিনটি বিশেষ ক্ষণের সমাহার। 'ত্রিপিটক' প্রতিনিধিত্ব করে বৌদ্ধ যুগের তিন উল্লেখযোগ্য দিকের যা তৎকালীন সভ্যতাকে ভালোমতো প্রভাবিত করেছিল। 'ত্রিবেণী' হল গঙ্গা–যমুনা–সরস্বতীর সঙ্গমস্থল। তিনের এত কিছু খেলার মধ্যে গত কয়েকবছর ধরে কলকাতায় উঁকিঝুঁকি মারছে আরও এক ত্রয়ী কাহিনী। যার চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার মনোহরপুকুরে 'ত্রিধারা' সম্মিলনীর হাত ধরে। হ্যাঁ, শারদোৎসবে এখন তিলোত্তমার অন্যতম প্রধান মুখ ত্রিধারার দুর্গাপুজো। রাজস্থানী সংস্কৃতির বিচ্ছুরণ থেকে বৌদ্ধযুগের অপার শান্তি নানা আঙ্গিকে বিগত দিনগুলিতে আলোকিত হয়েছে এই পুজো মণ্ডপ।

যথারীতি এবারেও নতুনত্বের ছোঁয়া প্রবাহিত হতে চলেছে ত্রিধারার পুজো। কলকাতা পুরসভার ব্যস্ততম মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের অনুপ্রেরণায় থিম শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা পণ করেছেন এবারেও এই পুজোকে সেরার সেরা করে তুলবেন। এমনকী এবার যে পুতুল–নাচের পটকথায় ত্রিধারা প্রাঙ্গন মুখরিত হতে চলেছে তা দেশেরও এক ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি হিসেবেই যুগ যুগ ধরে প্রকাশ পেয়ে আসছে। অনেকটা যেন রূপকথার ব্যাঙ্গমা–বেঙ্গমির ঢংয়ে ত্রিধারার এই পুতুল–যুগল ত্রিধারার শারদ অর্ঘ্যকে পেশ করবে অগণিত দর্শকের মাঝে। পুতল নাচ বা পাপেট সংস্কৃতির পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে গড়ে উঠছে মন্ডপ এবং প্রতিমাও। আলোকে ত্রিভূবন ভরিয়ে দেওয়ার সংকল্প তো রয়েছেই।

সম্প্রতি এই উপলক্ষ্যে হাটে হাঁড়ি ভাঙার কাজ অর্থাৎ পোষাকি ভাষায় পুজোর থিম পর্বের উদ্বোধন হল সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে। কে ছিলেন না এই স্বপ্নিল সন্ধ্যায়? ত্রিধারার থিম সংয়ের নির্দেশক দেবজ্যোতি মিশ্রের পাশেই বসে ছিলেন অন্যতম গায়িকা শুভমিতা (যিনি গেয়েও শোনালেন থিম সংটি)। এই ডুয়েটে শুভমিতার সঙ্গী রূপঙ্কর অনিবার্য কারণে হাজির থাকতে না পারলেও বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, বীথি চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিল এই মায়ানিশিকে। শীর্ষেন্দুবাবুকে সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট কবি উৎপল কুমার বসু'র শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর সরাসরি ত্রিধারার আসরে যোগ দেন চিত্রকর–সাংসদ যোগেন চৌধুরী।

এত কিছু আয়োজনের পরেও চমক বাকি ছিল খানিকটা। গত বছরের পরম্পরা অব্যাহত রেখে এই মঞ্চ থেকেই দ্বিতীয় বার্ষিকী শারদ সংখ্যা 'ত্রিধারা'র উন্মোচন হল। বলাবাহুল্য এত অল্প সময়ের মধ্যেও বরেণ্য লেখক এবং কবিদের লেখায় সমৃদ্ধ ঝাঁ–চকচকে শারদ সংখ্যাটি। যাতে এক অসাধারণ শৈলির মাধ্যমে নিজের কবিত্বের পরিচয় ঘটিয়েছেন গার্গী মুখোপাধ্যায় (যিনি ত্রিধারার পুজোর অন্যতম কর্ত্রীও বটে)। এছাড়া লাল্টু মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনা এদিনের অনুষ্ঠানকে সুচারু করে তুলেছিল।

ছবি : প্রিয়ম গুহ

ক্যানিং–এ মা আসছেন মিশরীয় রূপে

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : নিয়ম করে আসে আশ্বিন। হাওয়ার ডাকে সাড়া দিচ্ছে কাশফুল। আকাশ তো এখন স্বাধীন, তার ইচ্ছে মতো সেও হয়ে উঠেছে বেশ নীল। পুজো। এই একটি শব্দই দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা আপামর বাঙালির মনে আনন্দের গন্ধ এনে দেয়। সারা বছরের সমস্ত রকমের অবসাদ আর গ্লানির উপশম তারা খুঁজে পায় মাত্র একটি শব্দের মধ্যে। আনন্দ কখনও একা আসে না। তাই শহরের থিম পুজোগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে সুন্দরবনের পুজো কমিটিগুলিও।

শরতের এই চিরন্তন পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গান্ধি কলোনি গ্রামে মিশর দেশের মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে কলাকল্প। এবার ৩৮তম বর্ষে মিশর দেশের নিদর্শন পুজোর থিম হিসাবে ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনেই এই দুর্গা পুজো চলে আসছে। শুধু মণ্ডপ থিমের উপর নয়, প্রতিমাও তৈরি হচ্ছে থিমের উপর। মিশরের দেশের ধর্মীয় আদলে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেখানে সম্প্রতির মেল বন্ধন ঘটিয়ে

সুন্দরবনের কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলে ধরা হচ্ছে। অন্নপূর্ণা রূপে মা দুর্গাকে মণ্ডপে শান্তিরূপীনি দশভুজা হিসাবে দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে মিশরের সভ্যতার সামাজিক জীবনের সঙ্গে বর্তমান সুন্দরবনের সামাজিক মেলবন্ধন স্পর্শে গোটা বিষয়টি ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী ভূষণ মণ্ডল ও শুভজিৎ মণ্ডল। প্রায় জনা ত্রিশ কর্মীকে নিয়ে বাঁশ, বাটাম, বাখারি, চট, ত্রিপল, বোর্ড, শোলা দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপ। সেখানে চলছে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য। শিল্পী ভূষণ মণ্ডল ও শুভজিৎ মণ্ডল জানান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বদিকে মিশর দেশ। এই দেশের নীল নদের তীরে এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ওদেশে পাওয়া গিয়েছিল পিরামিড ও মমি। এমন কি কবরের উপরে মিরাট পাথরের গম্বুজ পিরামিড। মানুষের মৃতদেহকে ঔষধে জড়ানো থাকতো, মমি করানোর জন্য। সে দেশে উটের প্রচলন ছিল। ফলে মিশরের ধর্মীয় জীবন, কলাকৌশল, যাতায়াত, নগর, ভবন, আর্থিক ও সামাজিকের সঙ্গে বর্তমান সুন্দরবনের সভ্যতার মেলবন্ধন দেখানোর একটা প্রচেষ্টা। বালি ফেলে সেই বালির উপর ৪০ ফুট উচ্চ পিরামিড নির্মাণ করা হচ্ছে। এমনকি মণ্ডপের সামনেও বালি থাকবে। সেখানে থাকবে জীবন্ত বেশ কয়েকটি উট। এমনকি থাকছে মমিও।

প্রতিবছরের মতো এবারেও এলাকার মহিলারা এগিয়ে গিয়েছেন দুর্গোৎসবকে সার্থক করে তুলতে। স্থানীয় বাসিন্দা সুনীতা দেবনাথ, মামনি সাহা, তুলসী দাস, ঝুমা পারিয়া, চম্পা বিশ্বাস, সবিতা সাহাদের কথায় এই পুজো তাদের এলাকার একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা এলাকার পরিবেশকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনে নিষ্ঠা সহকারে এই পুজো হয়। গান্ধি কলোনি কলাকল্প পুজো কমিটির সভাপতি শংকর দাস ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা বলেন সুন্দরবনের কৃষ্টি–সংস্কৃতির সঙ্গে মিশরের কৃষ্টি সংস্কৃতির মেল বন্ধন ঘটিয়ে সুন্দরবন মিশরের দেশে মায়ের আরাধনা। যার মুখ্য উপদেষ্টা গোকুল মণ্ডল। মিশরের সভ্যতার নিদর্শনগুলি এই থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী নিতাই সুতার। পাশাপাশি পুজোর কটি দিন থাকছে নানা অনুষ্ঠান। যেখানে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ, ছাত্র–ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ এবং প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য।

লুপ্ত হওয়া শিল্প দিয়ে সাজছে হুগলি

রিম্পি ঘোষ ঃ এবার দুর্গাপুজোয় হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থেকে শুরু করে হিন্দমোটর,শ্রীরামপুর জুড়ে বিভিন্ন মন্ডপে দেখা মিলবে সাবেকির সঙ্গে নানান থিমের প্রতিমা ও মন্ডপও। শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন প্যান্ডেলে দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। নাওয়া–খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে চলেছে প্রতিমার রূপদান ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ। সন্ধ্যা থেকেই আলোর নানা কেরামতি। শ্রীরামপুরের নিউগেট সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এই বার ৭১ বছরে পা দিল। পুজো মন্ডপের থিম 'যুদ্ধর শেষে বুদ্ধর দেশে'। গোটা মন্ডপ জুড়ে দেখা যাবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন। এই সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে বুদ্ধদেবের সময়কার পতাকা, ধর্মচক্র, ঘন্টা ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। পতাকা আনা হয়েছে গ্যাংটক থেকে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির পাশাপাশি নৈসর্গিক দৃশ্য হিসাবে পাহাড়, গুহা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। কলকাতার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসা 'বাটাম শিল্প' ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পাহাড়টি তৈরি করতে। 'বাটাম শিল্প' অর্থাৎ বেতের কাঠির ওপর কাগজ দিয়ে মন্ডপের প্রবেশদ্বারের সামনে এই পাহাড়টি নির্মাণ করা হচ্ছে। পাহাড়ের ওপর থাকবে প্রায় ৮ফুট–১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বুদ্ধ মূর্তি। মাহেশ জগন্নাথঘাট লেন (পূর্ব) সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো এইবার ২৬ বছরে পা দিল। এই বছরের মন্ডপের থিম ভাবনা ভাবনা একটু অন্যরকম। এইবারের থিম 'জাতীয় স্তরে বাংলার অপ্রাপ্তি।' পুজো কমিটি সূত্রে জানা যায়, একদা বাংলার চলচ্চিত্র জগতের মহানায়ক উত্তমকুমারের মুম্বইতে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের ব্যর্থতা, আইপিএল–এ ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে মন্ডপের থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দমোটর নিউ ষ্টেশন রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজা এইবার ৩৯ বছরে পা দিল। এইবার পুজোয় গ্রাম্য পরিবেশ দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা মন্ডপটিকে। খড়, মাদুর, ঝুড়ি ও বাঁকুড়ার সহস্রাধিক ঘোড়া উপকরণ হিসাব ব্যবহৃত হয়েছে। সমগ্র থিম পরিকল্পনা ও নির্মাণে রয়েছেন শিল্পী মনোজ তাঁতী। উত্তরপাড়ার সারস্বত সম্মেলন প্রবর্তিত রামঘাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো এইবার ৭৮ বছরে পা দিল। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, শিল্পী মুরারী পাল ও তার ছেলে সুব্রত পাল খড় মেশানো চাল, দরমা ইত্যাদি উপকরণ সহযোগে পুজো মন্ডপে গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এর সঙ্গে আলাদা করে পুজার সাবেকিয়ানাও চোখে পড়বে দর্শনার্থীদের। বর্ধমানের মন্দিরের আদলে সেজে উঠবে উত্তরপাড়া ফ্রেন্ডস ইনস্টিটিউটের দুর্গাপুজো। এই থিমকে বাস্তবে রূপ দিতে বাটাম, থার্মোকল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ডপসজ্জায় থাকছে বিখ্যাত 'ডাকের সাজের' ছোঁয়া। পুজো চলাকালীন প্রায় ৪৫ ফুট – ৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্ডপ দেখার সুযোগ হবে দর্শনার্থীদের। উত্তরপাড়া মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের দুর্গাপুজো এইবার ৬৪ বছরে পা দিল। এইবারের পুজোয় মন্ডপের থিম ভাবনা একটু অন্যরকম। পুজা কমিটির সম্পাদক পীযুশ গুপ্ত জানান, দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রাম্য মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে পুজা মন্ডপটি। সমগ্র মন্ডপটির উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। প্রায় ৯ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রতিমা গড়ার দায়িত্বে রয়েছেন প্রতিমা শিল্পী বাপী দত্ত। তিনি প্রতিমার নামকরণ করেছেন সহস্র আঁখিধারা। প্রতিমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এখানে মা দুর্গার কোলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ অধিষ্ঠিত থাকেন। ক্লাবের সম্পাদক শ্রীমন্ত দাশ (শিল্টু)।

মন্ত্রী বুঝিয়ে বললেন, মর্যাদাই আসল কথা

দীপককুমার বড় পণ্ডা

পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়ার বাহাদুর চিত্রকর পটশিল্পী। বছর পঁয়ত্রিশের বাহাদুর পট আঁকার পাশাপাশি বহু প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগ্রহের পরিমাণ এতটাই যে, তিনি নয়ায় এখন একটা সংগ্রহশালা তৈরি করতে চান। সেই স্বপ্ন পূরণে, তিনি তাঁর সংগৃহীত প্রাচীন কিছু কাঁথা বিক্রি করে দেবেন ভাবছেন। এইসব বেচতে তাঁর কষ্ট হলেও, তিনি ভাবেন, এর বিনিময়ে বাকি শিল্পদ্রব্যগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। সেই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তো টাকা চাই।

আবার পূর্ব মেদিনীপুরের পদ্মতামলী গ্রামের বেণী পুতুল শিল্পী বসন্ত ঘোড়ুই অন্য একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। গ্রামে নতুনদের শেখানোর জন্য তিনি একটি স্কুল খুলেছেন। তিনি এই স্কুলের শিক্ষক। সেই স্কুল চলে তাঁর চায়ের দোকানে। চা বেচতে বেচতে চলে শেখানো। শেখান কীভাবে বেণী পুতুল তৈরি করতে হয়, কীভাবে পুতুল নাচাতে হয়, কিংবা সুর করে গান গাইতে হয়। এই শেখানোর জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেন না। বরং তাঁর এই স্কুলে এলে তিনি পড়ুয়াদের চকলেট, লজেন্স, শসা, ছোলা যখন যেটা থাকে সেটা উপহার দেন। এর বেশি তাঁর সাধ্য কোথায়? তিনি নিজেতো রাস্তায় রাস্তায় বেণী পুতুলের নাচ দেখিয়ে টাকা রোজগার করেন। তবে, তাঁর এই উদ্যোগ কেন? 'বেণী পুতুলের ধারাটা নাহলে তো বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ছেলে–মেয়েরা, নাতিপুতিরা যাতে এই ধারাটা টিকিয়ে রাখতে পারে, এরজন্য এই উদ্যোগ।' বলছিলেন পঞ্চাশের কোঠার বসন্ত।

বীরভূমের শান্তিনিকেতনের ৮৫ বছরের কাঁথা শিল্পী সোভিহার বানুও উদ্যোগী। তিনি তাঁর তৈরি শিল্পের জন্য দেশ–বিদেশের বহু জায়গা ঘুরেছেন। ২০০৭ সালে সোভিহার–এর তৈরি কাঁথা কিনেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। একটা বেডকভার কিনেছিলেন ওবামা। ২০০৪ সালে কাঁথা শিল্পের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এইসব কথা শোনাচ্ছিলেন, তাঁর ছেলে রাজিউল আহমেদ। বলার সময় একটা গর্ব, একটা আত্মবিশ্বাস দেখেছিলাম বছর পঁয়তাল্লিশের আহমেদ–এর চোখে–মুখে।

আবার সেই আত্মবিশ্বাস, সেই ঐতিহ্যে ভর করেই এগিয়ে চলেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজারের প্রফুল্ল কর্মকার–এর পুতুল নাচ–এর দল–এর শিল্পীরা। প্রফুল্ল কর্মকার–এর ছেলে বলছিলেন, 'আমাদের দল ৪০০ বছরের প্রাচীন।' এর প্রমাণও তিনি দেখাতে পারবেন দাবি করেছেন। কোথাও যেন, একটা ঐতিহ্যকে নিয়ে পথ–চলা। সেই ঐতিহ্যের টানেই প্রফুল্লের নাতি শৌভিকও পুতুল নাচ দলের শিল্পী। শৌভিক কলকাতার বিজয়গড় কলেজের পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতকের ছাত্র। হ্যাঁ, সে এগোতে চায় অনেক দূর, সে স্বপ্ন দেখে আইএএস অফিসার হবার। কিন্তু, পুতুল নাচের এই ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখতেও সে তৎপর।

যাওয়া আসার পথে পথে

এই তৎপরতা থেকেই এখানে এসেছেনে অনেক পুতুল নাচের শিল্পী। কেউ হারমোনিয়ম বাজান, কেউবা মেকআপ করান, কেউ ডাং পুতুল নাচান। এঁরা একজন সঙ্গীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন ৩৫ বছরের মধ্যে ৭৩ বার রক্ত দিয়েছেন। আর সেই রক্তদাতা নির্লিপ্তভাবে বলছিলেন, 'কী করব, মানুষ চাইলে না বলতে পারি না।'

এই লোকশিল্পীদের জীবন আজ অনেক বদলেছে। ৩০ বছরের মমতা দাস থাকেন বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে। তিনি আগে চাষ করতেন। এখন কাঁথা সেলাইএর কাজ করেন।

– কোনটায় সুবিধা বেশি? জানতে চাই।

লাজুক হাসেন। বলেন,

– কাঁথার কাজে আরাম বেশি, চাষের কাজে খাটনি খুব। আর এই কাজের মজুরিটা নিজের হাতে পাই। চাষের কাজে আমি তো হাতে টাকা পেতাম না। ঘরের লেবার হিসেবে কাজ করতাম। আর এখন আমি শিল্পী। ভাল লাগে।

– রোজগারের টাকাটা কি নিজের মতন করে খরচ করতে পারেন?

– তা করা যায় না।

– কেন?

– স্বামীর অনুমতি লাগে। তবে সায়া, ব্লাউজ এসব কিনতে পারি অনুমতি ছাড়াই। বলছিলেন মমতা।

সত্যিই তাই। একটা স্বাধীনতার স্বাদ এঁরা পেয়েছেন। এক শিল্পী বলছিলেন, 'একটা আনন্দের জায়গা তৈরি হয়েছে। বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছি। আগে গৃহবধূ হিসেবে ঘরের মধ্যে আটকে ছিলাম। আজ মাইকে কথা বলতে পারছি।'

এইভাবেই নানা শিল্পী তাঁদের কথার ডালি সাজিয়েছিলেন 'বঙ্গের শিল্প : জনগোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ণ – ২০১৫' কর্মশালায়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর কাঁকুড়গাছির কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট–এ এই কর্মশালার আয়োজন হয়েছিল। আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কাঁথাশিল্পী, পুতুল শিল্পী এবং কাষ্ঠ শিল্পীরা। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে তাঁরা এসেছিলেন।

আর সেই কর্মশালাতেই অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলছিলেন, 'ইতিহাসে দেখছি, নিম্নবর্গের মানুষেরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সবসময় তুলে ধরেছেন। তাঁদের অসাধারণ সব সৃষ্টি আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তথাকথিত সেই নিম্নবর্গের মানুষদের আমরা মর্যাদা দিইনি। এখন আমরা সেই মর্যাদা দিতে চাই। আমরা তাঁদের স্বীকৃতি দিতে চাই। দূর দূর জেলা থেকে আপনারা অনেক কষ্ট করে এসেছেন। আমরা চাই, আপনারা যেন একটু মর্যাদা পান। আপনাদের ব্যথাটা বোঝার চেষ্টা করলাম আমরা।' মন্ত্রীর কথায় আবেগে আপ্লুত হলেন উপস্থিত সমস্ত লোকশিল্পী এবং উপস্থিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা। মন্ত্রী সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, 'মর্যাদাই আসল কথা।' মর্যাদার মাধ্যমেই লোকশিল্পীদের ক্ষমতায়ন হবে। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এর ধারা আমাদের টিকিয়ে রাখতে হবে।

মাঙ্গলিকী

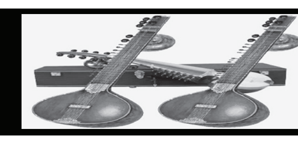

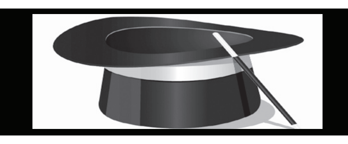

বড়িশার জাদু আড্ডায় এম কে দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : লন্ডনবাসী বরিষ্ঠ জাদুকর শ্রী এম কে দত্ত আবারও এলেন বড়িশার জাদু আড্ডায়। তাঁর বিশেষ পরিচয় দিলেন সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট থেকেই শ্রী দত্ত জাদু প্রেমী ছিলেন। ৫০এর দশকের গোড়ায় তিনি জাদু সম্রাট পিসি সরকারের জাদু সংগঠনের সদস্য হন। তখন কলকাতায় ইন্দ্রজাল ভবনে জাদু সম্রাটের উপস্থিতিতে যে সব সভা হত, সেই সব সভাতে শ্রীদত্ত (তখন তরুণ বয়স) যোগদান করতেন, জাদুও দেখাতেন। ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিংএ ডিগ্রি অর্জন করার পরে চলে যান ইংল্যান্ডে।

ওখানে আরও পড়াশুনা করা। এঞ্জিনিয়ারিং–এ আরও ডিগ্রি অর্জন করা তারপর রয়াল এয়ার ফোর্সে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরি লাভ, লন্ডনেই বাড়ি কেনা, সংসার পাতা। আবার একই সাথে সামাজিক জীবনে জাদুকলা চর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন। সাউথ লন্ডন ম্যাজিক সোসাইটির সদস্য হন। সংগঠনের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাদু প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। একসময়ে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বহুদিন ধরে সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে এসেছেন – এখন তিনি সংগঠনের সাম্মানিক আজীবন সদস্য পদ লাভ করেছেন।

শ্রীদত্ত জাদুর খেলা সৃষ্টিতেও দড়। তাঁর আবিষ্কৃত বেশ কিছু খেলা আন্তর্জাতিক জাদু পত্রিকাগুলিতে (ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত) তথা এ্যাবরা, দি বাজেট প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। এ্যাবরা জাদু পত্রিকাতে একবার জাদুর খেলার প্রতিযোগিতাতে তাঁর খেলা প্রথম স্থান অর্জন করে। অপর দিকে দড়ি ও রিং নিয়ে কয়েকটি খেলার সমন্বয়ে তৈরি তাঁর প্রদর্শিত 'রিং অ্যান্ড রোপ রুটিন' চন্দননগরে জাদুকর সম্মেলনে একবার বিরাট প্রশংসা অর্জন করে। অন্যদিকে তাঁদের জাদু সংগঠনের মাসিক জাদু পত্রিকায় শ্রী দত্ত জাদু কলম সব সময়ে সক্রিয় থাকে।

শ্রী এম কে দত্তকে এবারও পুষ্পস্তবক, জাদুর খেলা সহ বিবিধ উপহার হাতে তুলে দিয়ে বড়িশা জাদু আড্ডার তরফে সংবর্ধনা জানানো হল। যাঁরা এইসব উপহার দিলেন তাঁরা হলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা, আড্ডার রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান গোরা দত্ত, বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার, সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীদত্ত তাঁর ভাষণে বললেন, বড়িশার জাদু আড্ডায় তাঁর বারবার আসতে ভাল লাগে, কারণ এখানে সকলের ব্যবহার অতি আন্তরিক। ১২ বছর পার করে এই ধরনের মাসিক জাদু আড্ডা চালানো অতি অভিনব জাদু কলা চর্চার প্রয়াস। তিনি এই সম্মানের আন্তরিকতায় আপ্লুত। পরে শ্রীদত্ত দেখালেন তাঁর সেই অসাধারণ 'রিং অ্যান্ড রোপ রুটিন', সকলের উষ্ণ করতালিতে হলেন সংবর্ধিত।

এদিন আড্ডায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাদু প্রেমী সঙ্গীত শিল্পী মায়াবালা ঠাকুর। আসরে উপস্থিত আর এক জাদুপ্রেমী মানুষ (যিনি ছোট ছোট জাদুর খোলাগুলি নিজের হাতে তৈরিও করেন) সেই কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার শোনালেন স্বরচিত বিবিধ কবিতা, আসর হল সমৃদ্ধ।

এদিন বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ বিবিধ চমকের জাদু দেখালেন গোরা দত্ত (স্বসৃষ্ট অনবদ্য বিবিধ জাদু, প্রদর্শন ভঙ্গিও সম্পূর্ণ নিজস্ব), সুশীল দে, দেব মল্লিক (নিজের হাতে তৈরি, অভিনব নিজস্ব চিন্তা সমৃদ্ধ বিবিধ জাদু। স্যামুয়েল (নিজের হাতে তৈরি সুন্দর জাদু বিস্ময়), অনুপ চক্রবর্তী (ছবির বইয়ের অভিনব জাদু), সুরজিত দে ('স্ট্রিট ম্যাজিসিয়ান' হিসাবে সুন্দর পেশাদারি জাদু দেখালেন) ক্ষুদে জাদুকর সূর্য ('জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা'!) প্রমুখ। সূর্যকে বুদ্ধদেব বাবু উপহার দিলেন স্বহস্তে তৈরি কাগজের চেয়ার। যথারীতি প্রভূত চা–জলপানে জাদু আড্ডার 'জননী' শ্রীমতি গুহ ঠাকুরতা সকলকে সংসারের 'আপনার থেকেও আপন' করে নিলেন – যে কারণে বড়িশার মাসিক জাদু আড্ডা ১২ পেরিয়ে ১৩–য় পা দিলো। এদিন আড্ডায় যোগদান করেন জাদু সহ বিচিত্র সংস্কৃতি চর্চায় মগ্ন ২৩ জন সুধী।

সংযোজন : সঞ্চালক দেখালেন তার নিজস্ব সৃষ্ট খেলা 'পিক ইয়োর ড্রিঙ্ক' যেটি ফান টাইব ম্যাজিক' বাজারস্থ করেছেন।

আর আড্ডার একদম গোড়ায় গোরা দত্ত দেখালেন তাঁর জাদু প্রদর্শনীর ভিডিও ব্যাঙ্কের উচ্চপদাধিকারী কর্মী হিসাবে তিনি যেদিন (অতি সম্প্রতি) অবসর গ্রহণ করলেন সেই অনুষ্ঠানে তাঁর জাদু প্রদর্শনীর আবেগমথিত জাদু দলিল'।

রক্তদান শিবির

চন্দননগর

মলয় সুর, হুগলি : চন্দননগর কাপালীপাড়া সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজা কমিটির এবছর সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন করছে। তাই সংগঠনের উদ্যোগে গত শনিবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কালীমন্দিরের নাট মন্দিরে পুজো কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী। এই বছর কাপালীপাড়া জগদ্ধাত্রী পুজা সমিতি সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষে পদার্পণ করা উপলক্ষে সংগঠনের তরফে সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দুদিন ব্যাপী কর্মসূচিতে প্রথমদিন শুক্রবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। ইসিজি, রক্ত সুগার পরীক্ষা হয়। এতে চন্দননগর ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত সংগৃহীত করতে আসেন। ৪৫ জন পুরুষ ও মহিলাসহ রক্তদানে অংশগ্রহণ করেছেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অর্ণব চট্টোপাধ্যায়, বর্তমান রক্তদানের প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করেন। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত গরমে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট দেকা দেওয়ার জন্য এই রক্তদান, এছাড়াও মুমূর্ষ রোগীকে রক্তের যোগান দেওয়ার জন্য এই রক্তদান। এই রক্তদান শিবিরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এই মহৎ রক্তদান শিবিরে হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ এই ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য অভিনন্দন জানান। এছাড়াও ছিলেন কর্পোরেশনের এম আই সি স্বাস্থ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলর পার্থ দত্ত ও স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সবিতা দাস।

শম্পা মির্জা নগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শম্পা মির্জা নগর চিত্তরঞ্জন পার্ক বাসিন্দা সাংস্কৃতিক সোসাইটির উদ্যোগে গত ২১ সেপ্টেম্বর এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ৪৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। মহেশতলা পুরসভার ১৩ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতাদ্বয় রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

চেতলার হিন্দ সংঘে

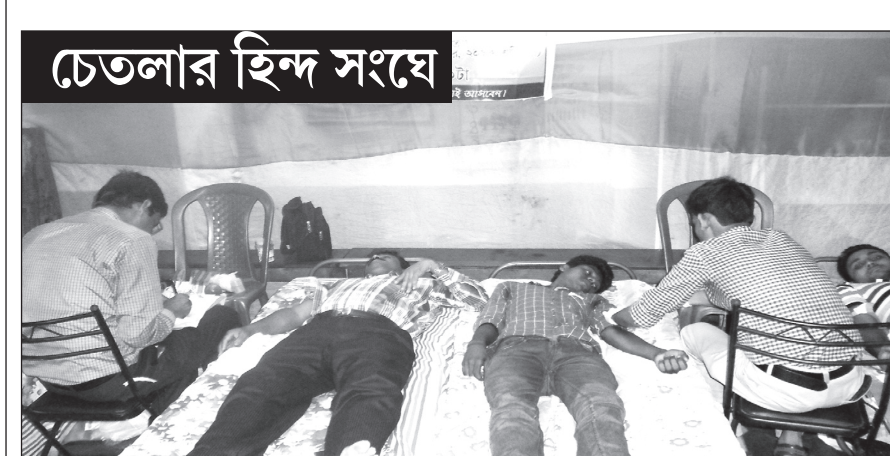

চেতলার হিন্দ সংঘে রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সহযোগিতায় ছিল চিল্ড্রেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। নিজস্ব চিত্র

অরুণা বর্দ্ধন স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৩১ অক্টোবর বিকাল ৫টায় জীবনানন্দ সভাঘরে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'– সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা জগতের জননী অরুণা বর্ধনের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক 'শব্দের ঝংকার' ও 'অরুণা বর্ধন স্মৃতি রক্ষা সমিতি'। সহযোগিতায় 'জনসমুদ্র', 'বাঙালির মন', 'শিল্পমনন' পত্রিকা গোষ্ঠি।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে থাকবে অরুণা বর্ধনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালন, স্মৃতিচারণা, গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ, পদক প্রদান, শ্রদ্ধা নিবেদনের আলোকে কবিতা পাঠে, সঙ্গীত পরিবেশন। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে 'শিল্প মনন' পত্রিকার উদ্যোগে 'বিজয়া সম্মিলনী'। এই পর্বেই থাকবে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও জাদু প্রদর্শন। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় থাকবেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই আমন্ত্রণ মূলক।

যোগাযোগ : ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, ৯৪৩৩১৩১৫৫৬৫

ব্যাঙ্গমার সমৃদ্ধ রঙ্গরসের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী ও জাদুকরের উপস্থিতিতে জমে উঠেছিল সম্প্রতি ব্যাঙ্গমার রঙ্গরসের আসর। আসর বসেছিল শোভাবাজারে ১, হেম কর লেনে – কবি লেখক, বাগ্মী সঞ্জয় ঘোষের বাসভবনের সুসজ্জিত প্রশস্ত সভাঘরে। শ্রদ্ধেয়া সঙ্গীত শিল্পী (গৃহকর্ত্রী) সংযুক্তা ঘোষের হৃদয়ে অনুরণন তোলা রবীন্দ্রসঙ্গীত (কি গাবো আমি') পরিবেশনের মাধ্যমে আসরের শুরু। ব্যাঙ্গমার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দিগম্বর দাশগুপ্ত স্বাগতঃ ভাষণে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, প্রতি মাসের ৪র্থ শনিবার ব্যাঙ্গমার আসর বসবে। অবশ্যই আসরে প্রাধান্য পাবে রঙ্গ রস সমৃদ্ধ সাহিত্য পাঠ; থাকবে সঙ্গীত, জাদু প্রদর্শনী প্রভৃতি। তবে সিরিয়াস কোনও রচনা পাঠ করা যাবে না তা নয়। ব্যাঙ্গমার তরফে পত্রিকা/মুখপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। প্রধান লেখক লেখিকাদের কাজ হচ্ছে তরুণ লেখক লেখিকাদের তৈরি করা যাতে আগামী দিনেও ব্যাঙ্গমা চালু থাকে।

অতঃপর আসর সঞ্চালনায় এলেন সঞ্জয় ঘোষ। প্রথমেই বলতে হয় শ্রী ঘোষের সঞ্চালনা ছিল যথাযথ (সঞ্চালনা করতে গিয়ে কখনও নিজের আমিত্বকে তুলে ধরেন না)। বিভিন্ন জনের পাঠ, অন্যান্য পরিবেশনের সুন্দর গঠনমূলক সমালোচনা করেন। পরে পড়লেন 'কফি হাউস' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'সিগনেচার পিস' রম্য রচনা 'শব্দকল্পদ্রুম।'

করুণাময় বিশ্বাস বললেন, অনুগল্পের ধর্ম হল একটি ঘটনাকে গল্পাকারে কত ছোট ভাবে তুলে ধরা যায় তার প্রচেষ্টা। তাঁর বক্তব্যের সুন্দর নিদর্শন রাখলেন তাঁর রচিত '১০ টাকার জন্যে' সুন্দর অনুগল্পটি পাঠ করে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন নিয়ে দুর্দান্ত রম্য রচনা শোনালেন বিশোক শীল। যুবা প্রতিভা অংশুমান চক্রবর্তী পাঠ করলেন তাঁর বাবার লেখা ছড়া,' পরীক্ষার ফল', পরে পড়লেন তাঁর নিজের লেখা ছড়া, 'দেবাদিদেব' দুটিই ভাল লাগলো (আমি যা কিছু শিখেছি তা বাবার কাছেই শিখেছি– উপনিষদ)। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী শাশ্বতী বসুর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ('আমি চঞ্চল হে') ছিল সকলের হৃদয় স্পর্শী। তবে তাঁর ও ঈশিতা বসুর পরিবেশিত শ্রুতি নাটক ('কুম্ভকর্ণের ঘুম'/রচনা প্রশান্ত চৌধুরী) জমল না। অতি দীর্ঘ হবার জন্যেই মূলতঃ নাটকটি জমলনা। হীরেন মল্লিকের রবীন্দ্র কাব্য পাঠ ছিল যথাযত। শক্তি প্রসাদ রায় শর্মার মজার কবিতাগুলি ভাল লাগলো। সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ছড়া, ব্যাঙ্গ রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান বক্তব্য। কলকাতার পথের বাস্তব জীবন নিয়ে ফাল্গুনী ঘোষের কবিতা ('কলকাতা একদিন') ভাল লাগলো। জাদুকর দেবাশিস সাহা রায়ের জাদু সম্রাটকে নিয়ে লেখা ছড়াটি (প্রকাশিতত) খুবই ভাল।

ঈশিতা বসুর 'এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়' গানটির পরিবেশন সকলকে যেন বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। দিগম্বর দাশগুপ্ত এদিন শোনালেন বিশোক শীলের লেখা দারুণ ছড়া।

যার শেষ পর্বটি শ্রী শীল এখানে বসেই লিখেছেন, মা দুর্গাকে নিয়ে লেখা ছড়া। দিগম্বর দাশগুপ্ত এছাড়া এদিন আলোচনা করলেন অ–কৃ–বর লেখা (পুরস্কার প্রাপ্ত) 'জাদু কাহিনী' বইটি নিয়ে। শোনালেন বইটি লেখার পিছনের কাহিনীও। আরও জানালেন ব্যাঙ্গমার পত্রিকায় কার্টুন ধর্মী বিষয়ও থাকবে। আগামী দিনে ব্যাঙ্গমা যাতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে তাঁর জন্য তিনি সকলকে খোলাখুলিভাবে মতামত জানাতে বললেন। এদিন আরও আকর্ষণ ছিল ক্লাস সিক্সের পড়ুয়া। সদ্য জাদু জগতে আগতঃ জাদুকর ব্রতর সুন্দর বাচনের সাথে সাবলীল জাদু প্রদর্শনী। যা সকলের উষ্ণ করতালিতে 'আশীর্বাদ ধন্য' হল। আর এক ফাঁকে বরিষ্ঠ জাদুকর ('জাদুকর বৃদ্ধ হয়েছেন!') অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বড় তাসের মজাদার জাদু দেখাবার সুযোগ ছাড়লেন না।

সংযুক্তা ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মুর্ছনার ভিতর দিয়েই আসরের সমাপ্তি ঘটল। আসরের মাঝে মাঝে ছিল উত্তর কলকাতার বনেদি সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবেই অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়ন যে সংস্কৃতি আজ দক্ষিণ কলকাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে 'হঠাৎ বড়লোক'এর 'কালচারে' ...

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী খুঁটি পুজো

মলয় সুর, চুঁচুড়া : চন্দননগরে মহোৎসবের কাউন্টডাউন শুরু হল।

৪ অক্টোবর রবিবার সকালে শুভ খুঁটি পুজো সম্পন্ন হল চনন্দনগর গোলন্দপাড়া অম্বিকা অ্যাথলেটিক ক্লাবের এবছর ৪৬ বছরে পা দিল এই জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। মাঠের একপ্রান্তে তৈরি হচ্ছে পুজো কমিটির পুজোমন্ডপ। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ অমিত দাস ও পরমেশ্বর সরকার বলেন, এ বছরের থিম ফিরিয়ে দাও জীবকুলের আস্তানা। মন্ডপ ভাবনায় শিল্পী বিশ্বনাথ হালদার। কলকাতার হাওয়া প্রথম লাগল ফরাসি শহরের পীঠস্থান চন্দননগরে।

প্রতি বছরের মত জগদ্ধাত্রীর গন্ধ নিয়ে বাতাস পুলকিত করে দিল আপামর বাঙালির দিন গোনা। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা রক্তি মুখার্জী জানান, চন্দননগরে বৃহত্তম বাজেট পুজোর অন্যতম অম্বিকা অ্যাথলেটিক ক্লাব। খুঁটি পুজোয় মহাসমারোহে উপস্থিত হয়েছিলেন সংগঠনের সভাপতি তথা উন্নয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিমা ঘোষ দস্তিদার। কমিটির সম্পাদক সুরজিৎ বোস, স্থানীয় কাউন্সিলার শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (পাঞ্জাবী) সমীর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ক্যানভাস গোসাবার চিত্রপ্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোলকাতা থেকে অনেক দূরে প্রতিকুলতায় সমাচ্ছন্ন সুন্দরবনের গোসাবা– যা প্রযুক্তি ও শিক্ষার আলো থেকে বহু দূরে স্থিত। সেই নোনা মাটি ও নোনা জলের সারবৃত্ত ফুটে উঠল ম্যানগ্রোভ' আয়োজিত ক্যানভাস গোসাবা' চিত্র প্রদর্শনীতে। গত ২৯শে অগাস্ট থেকে ৩১শে অগাস্ট গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় আয়োজিত হল এই চিত্র প্রদর্শনী। উদ্বোধনের দিনে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত স্কালপচারিস্ট নিরঞ্জন প্রধান,প্রফেসর শ্রীকুমার মিশ্র।

এই প্রদর্শনীতে ৭ টি চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেন যারা প্রত্যেকেই সুন্দরবনবাসী ও কর্মসূত্রে বর্তমানে কলকাতায় অবস্থান করেছেন। তাদের বে।ে ওঠা সেই সুন্দরবনের চালচিত্র ক্যানভাসে স্থান পেয়েছে। প্রায় ৪২টি ছবি স্থান পেয়েছে এই চিত্র প্রদর্শনীতে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেলটার যা কালার ক্যানভাসের উপর সুপুরির খোল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

ঢাকুরিয়া কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৩৪তম আনন্দ সন্ধ্যা

যতীন্দ্রনাথ সরকার: ১৬ই অগাস্ট ২০১৫ রবিবার ঢাকুরিয়া সি.এল.টি.হলে ৩৪তম বার্ষিক উপলক্ষে ঢাকুরিয়া কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত হল একটি আনন্দ সন্ধ্যা।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই সভাপতি সুদীপ্ত প্রসন্ন সেনগুপ্ত পুষ্প স্তবক দিয়ে অভ্যর্থণা জানান সি.ই.ও. প্রতাপ কান্তি বোস মহাশয়কে। এরপর অভিজি মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অবশেষে বিখ্যাত সংগীত শিল্পী ও অমিত গাঙ্গুলী ও সুগায়িকা বিজয়া গাঙ্গুলী অসংখ্য হিন্দী–বাংলা গান বিশেষ করে শ্যমল মিত্রের হৃদয়স্পর্শী গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দেন। বিচিত্র গানের ও বিচিত্র সম্বারে সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি অনন্য ও স্মৃতিমধুর হয়ে থাকে।

গোটা অনুষ্ঠানকে সুদক্ষভাবে সঞ্চালনা করেন সুশান্ত কুমার বসু, তিনি সকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সাহিত্য সভা

দিপা কর্মকার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত চাম্পাহাটীতে ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ আঞ্চলিক ক্রিয়া সংসদের সভাগৃহে রোদ্দুর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে অতিথিদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়। তারপর রোদ্দুর পত্রিকা প্রকাশ হয়। এই রোদ্দুর পত্রিকার সম্পাদক হলেন ডা: বিশ্বজি বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ও কবি নিতাই মৃধা, বিশেষ অতিথি কবি ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সরকার, সুন্দরবন অনুভব পত্রিকার সম্পাদক পরিমল সরদার, অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি সলিল চক্রবর্তী ও ছ।াকার প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, কবি ও সমাজবন্ধু অজয় তরফদার।

অনুষ্ঠানে সভাগৃহ পরিপূর্ণ ছিল। কবিতা পাঠে ছিলেন মান্নান জাভেদ, সৈকত পত্রনবীশ, বুলা রায়,বিশ্বজি রায়, অনিন্দ পাল, শম্ভুনাথ মন্ডল । প্রায় ৪০ জনের মতো কবিরা কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানকে দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন অনন্যা নস্কর ও এম.কে. পুলক। ডা: বিশ্বজি বিশ্বাস সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি ঘোষনা করেন।

প্রকাশিত হতে চলেছে

শারদীয়

আলিপুর বার্তা ১৪২২

নবীন–প্রবীণের সাহিত্য সেতু

গদ্য লিখছেন

সুকুমার মণ্ডল ● শচীন্দ্রনাথ বড়পন্ডা ● সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● বরুণ কুমার চক্রবর্তী

জাদু প্রবন্ধ লিখেছেন ● অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষণাধর্ম্মী রচনায় ● ডলি দত্ত ও কৃষ্ণা সেন

সিনেমার বিশেষ রচনা ● ডঃ শংকর ঘোষ

কবিতার ছন্দে মাতিয়েছেন

জাদুকর ডঃ পি সি সরকার (জুনিয়র) ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ● রত্নেশ্বর হাজরা কানাইলাল ঘোষ ● ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন

এছাড়াও লিখছেন আরও অনেক কবি–সাহিত্যিক

বিশেষ সাক্ষাৎকার অভিনেতা মৃণাল মুখোপাধ্যায়।

বলে রাখুন
আপনার পত্রপত্রিকা বিক্রেতাকে

জয় দিয়ে শুরু অ্যাটলেটিকো কলকাতার

আইএসএল ঢক্কানিনাদ কমিয়ে দেশী তারকার অন্বেষণ করুক ফুটবলকর্তারা

কমল নস্কর

আইএসএল-এর শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছে অ্যাটলেটিকো কলকাতার জন্য। বিশেষ করে চেন্নাইকে যেভাবে উড়িয়ে দিল হাবাসের দল তাতে আশা করা যাচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে

রাখতে তারা এবারেও মরিয়া। তার ওপর কলকাতা দলের কর্তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আবার বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাথা হয়ে উঠেছেন। তা সত্ত্বেও আইএসএল-এ বাংলা তথা কলকাতার মান বজায় রাখতে মহারাজ যথেষ্ট সক্রিয় টিম ম্যানেজমেন্ট সুদৃঢ় করে তুলতে। কারণ গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ফের ড্রেসিংরুমে ফিরে আসুক সেটা চাইছে না কেউই। গতবছর কলকাতার দলটিকে বেগ দিয়েছিল তারকা ফুটবলার ফিকরু এবং কোচ হাবাসের ঝামেলা। এক্ষেত্রে সৌরভ সহ গোটা দল কার্যত ফিকরুর অখেলোয়াড়চিত মনোভাবের বিরোধিতা করে এবং কোচ হাবাসের পাশে দাঁড়ায়। তাই যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেও শেষ হাসি হাসতে পেরেছিল অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা।

এবারের আইএসএল শুরু হওয়ার আগে থেকেই দলকে চাগিয়ে তুলতে একেবারে স্পেন সফরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা দলটিকে। যাতে বিদেশিদের পাশাপাশি কলকাতা এবং দেশের তারকা ফুটবলাররাও অংশ নেয়। স্প্যানিশ পরিবেশে উচ্চমানের ট্রেনিং সেরে আসাটা অ্যাটলেটিকোর পক্ষে খুবই ফলদায়ক হয়ে উঠেছে। যদিও আইএসএল-এর অন্যান্য ফ্র্যাঙ্কাইজি দলগুলির অনেকে বিদেশ সফর সেরেছে। তার মধ্যে কলকাতার প্রথম ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বী চেন্নাই তো তাদের আইডিয়াল ফুটবলার মাতারাজ্জির হাত ধরে পৌঁছে গিয়েছিল ইতালিতে। অর্থাৎ বিশ্ব ফুটবলের কুলীন দেশ ইতালি-স্পেন সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের দেশে পদার্পণ ঘটেছে এই আইএসএল তারকাদের। যার ফলে নিজেদের মজবুত করে তোলার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসের পারদ অনেকটাই তুঙ্গে উঠেছে।

কলকাতা বনাম চেন্নাই ম্যাচকে অনেকে ফিকরু বনাম হাবাসের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করছিলেন। বিশেষ করে গতবছরের বিবাদকে মাথায় রেখে। ম্যাচের আগে ফিকরুর তরফে মিডিয়াই একরকম বদলার ম্যাচ হিসেবে এই খেলাকে তুলে ধরেছিল। তাও প্রথম ম্যাচে সেভাবে লড়াই হল কোথায়। বরং ম্যাচটা বড় বেশি একপেশে হয়ে উঠেছিল। এই নিরিখে একটু মূল্যায়নে আসা যাক। এই যে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে আইপিএল ক্রিকেটের ঢংয়ে এদেশের ফুটবলের আইএসএল পর্ব চলছে তাতে আদতে কী লাভবান হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। বলাইবাহুল্য, একেবারেই নয়। বরং ফিফার সাম্প্রতিকতম তথ্যেও ধরা পড়েছে যে ভারতীয় ফুটবলের নিম্নগামিতা অব্যাহত রয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমশ পিছোচ্ছে এদেশ। আইপিএল ক্রিকেট এদেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ভারত এক ঝাঁক নয়া তারকাকে খুঁজে পেয়েছে। যারা হয়তো রঞ্জি বা দলীপ ট্রফির মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্টে সেভাবে আলোকিত হননি। কিন্তু আইপিএল-এর সৌজন্যে চলে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এই ভাবনা থেকে কতিপয় ফুটবল বিশেষজ্ঞ ভেবেছিলেন যে অনুরূপভাবে লাভবান হতে চলেছে ঘরোয়া ফুটবল। যার ফলে আগামীতে দেশের হয়ে খেলার জন্য অনেক আনকোরাই তারকা-মুখ হয়ে উঠবে। বাস্তবে তা ঘটছে না একেবারেই।

অন্তত প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে নতুন ফুটবলার অন্বেষণে আইএসএল এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি ব্যর্থ। নতুন ফুটবলার তো উঠছেই না বরং এককাঁড়ি টাকা দিয়ে অবসর নেওয়া যে বৃদ্ধপ্রায় প্রাক্তন আন্তর্জাতিক তারকাদের নিয়ে আসা হচ্ছে তারা সেভাবে ডানা মেলতে পারছে না। অথচ ফ্র্যাঙ্কাইজিগুলি একগুচ্ছ টাকা খরচ করে এদের চুক্তিবদ্ধ করছেন। এইসব অতীত তারাদের দাপুটে মেজাজ এবং খেয়ালখুশির সঙ্গে খেই রাখতে পারছেন না টিম কর্তারা। তার ওপর উঠতি ফুটবলাররা তাদের কাছ থেকে সেভাবে কোনও পরামর্শ তো পাচ্ছেনই না, বরং কখনও কখনও এই বিদেশিদের কাছে বকাঝকাও খেতে হচ্ছে তাদের। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতার বড় ক্লাবে খেলা এমন জুনিয়রদের মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে এই ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী।

তাও আইএসএল চলছে নিজের মেজাজেই। যদিও ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতা এখন আইএসএল বা দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত ক্রিকেট সিরিজের চেয়েও বেশি মত্ত রয়েছে শারদোৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে। তাও কোনও এক গভীর গোপনে বাঙালির ফুটবল মননকে কষ্ট দিচ্ছে আইএসএল-এর এই না পাওয়া। বেশি দিন আগেও যেতে হবে না কলকাতার গড়ের মাঠে তখন বিদেশি ফুটবলাররা বিভিন্ন বড় ক্লাবে যখন দাপাতে শুরু করেনি তখন কিন্তু স্থানীয় এবং ভারতীয় ফুটবলারদের অসাধারণ স্কিল মাঠে লোক টানতো। সত্তরের দশকের হাবিব-আকবর, সুরজিৎ, সুব্রত ভট্টাচার্য, সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জনদের মতোই আশির দশকের শুরুতে কৃশানু-বিকাশ-সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যরা স্টেডিয়াম মাতিয়েছেন।

তখনকার দিনে বড় ক্লাবে খেলা বিদেশিদের সঙ্গে সমানে ঝুঝেছেন। অর্থাৎ সেসময় এদেশ এবং বাংলা থেকে ফুটবলার উঠে আসার সাপ্লাই লাইনটা খোলা ছিল। অথচ এখন সেই লাইন একেবারেই বিকল। যারাও এক-দুটো ম্যাচ ভালো খেলছেন পরে দেখা যাচ্ছে ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছেন তারা। তাই আইএসএল উৎসবের মাঝেই দেশের ফুটবল কর্তাদের গোচরে আনতে চাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটি হল নতুন দেশী তারকা স্পট করতে বিশেষ প্রজেক্ট নেওয়া হোক এবং স্কুল লেবেল থেকে তাদের গ্রুম বা প্রশিক্ষিত করা হোক। আইএসএল-বহর কমিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিদেরও এই তারকা আবিষ্কারের শরিক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা ভারতীয় ফুটবল যে তিমিরে আছে সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে আবহমানকাল।

নতুন ভূমিকায় প্রথমেই বিড়ম্বনার সম্মুখীন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবেমাত্র ডালমিয়ার ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়েছেন বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু অভিষেক ম্যাচেই তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছেন ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়া আর ক্রিকেট কর্তা হিসেবে ম্যাচের আয়োজন করা মোটেই এক ব্যাপার নয়। যে সৌরভ একদা অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়াকে টসের জন্য মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন কিংবা লর্ডসের মাটিতে ইংল্যান্ড বধের পর জামা খুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন সেই তিনিই অসহায়ভাবে দেখলেন একটা ছোট ভুলের জন্য আন্তর্জাতিক ম্যাচ কিভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে প্রিয় ইডেন গার্ডেন্সে।

তাও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ম্যাচ বলে কথা। দীর্ঘ দিনের পিচ কিউরেটর প্রবীরবাবুর হয়তো বয়স হয়েছে, মতিভ্রম বা ভুলে যাওয়ার রোগ হয়েছে। কিংবা এখনও তিনি নিজের পুরনো ইগো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই যখন দুপুরে হঠাৎ করেই ইডেন চত্বরে বৃষ্টি নামলো তখন কোনও রকম প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি আউট ফিল্ড ঢেকে দেওয়ার। এর পরিণামে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ শুধু পরিত্যক্ত হল তাই নয়, আগামী টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ইডেন থেকে সরে যাওয়ার অশনি সঙ্কেত দেখা দিয়েছে। যদিও সৌরভ আশাবাদী যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে তার স্যার ডালমিয়ার অনুকরণে আগামী দিনে কর্তা হিসেবেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন তিনি। যদিও অভিষেকে বিড়ম্বনা কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে রাখল বাংলার মহারাজকে।

সাইনার র‍্যাকেট ঝলসে উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে যখন মার্টিনা হিঙ্গিসকে নিয়ে সানিয়া মির্জা টেনিসের দুনিয়ায় ভারতের নাম উজ্জ্বল করে তুলছেন তখন অপরদিকে ব্যাডমিন্টনে দেশের পতাকা তুলে ধরছেন সাইনা নেহেওয়াল। বস্তুত এই মহিলা তারকার র‍্যাকেটে ঝলসে উঠছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন। শীতের কক্ষপথ ছেড়ে তাই এই খেলা এখন দেশের অন্যতম সেরা।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন
'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে
আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

LIONS SHARAD SAMMAN' 15

ORGANISED BY

Lions Clubs of Behala Care & Service
Lions Clubs International District 322C1
Presidents
Lion P.K. Desarkar
Lion Kanakballav Saha

Welfare and wellness
(A Project of Lion Club of Behala Care & Service)
President
Lion B. Jha

SPONSORED BY

আমাদের বন্ধুত্ব ১০ বছর পেরোল
Celebrating 10 Years of excellence
SOFT TOYS
www.acctutoys.com

Astrologer, Astropalmist, Vastubid,
Gupta Press Panjika Rajganak
Pandit Achinta Bhattacharya
M: 98300-63291/9830063292

Leather Galaxy
Retailers, Wholesalers & Exporters of all Ladies & Gents Leather Accessories and bags.
Phone : 033-2343-1942,9331028625 8620066706,8100616760
146, G.S. Bose Road, Opposite SBI (Picnic Garden Branch) Kol-39

Bidhannagar North Society for Social Welfare.
Regn. No- S/2L-39964 of 2015-2016
Address : CF-109, Sector - 1 Saltlake City, Kolkata - 700 064

PRERANA & PRAGATI
Manufacturer and Exporter of leather Goods
Proprietor : Mr. B.Jha
Ph : 033-2343-1942,9331028625, 8820066706,8100616760
www.preranaandpragati.com
Office : 146, Dr. G.S. Bose Road, Kolkata - 700 039
Factory : 145, Dr. G.S. Bose Road, Kolkata - 700 039

LIFE LONG NURSING HOME AND DIAGONISTIC CENTRE
(A UNIT OF LIFE MEDICAL ASSOCIATE PVT. LTD.)
ICU, ITU, NEURO SURGERY, ORTHOCARDIO, PLASTIC SURGERY
12A, S.N. ROY ROAD, KOLKATA- 700038
PH:- (033) 2397 1626 3245 1355
Dr. ASHIM DAS, MD

Well Wishers
Prof. Subhendu Barik | Mrs. Aneeta Chandra | Dr. Misti Roy | Mrs. Kanika Chakraborty | Mr. Sujit Sarkar | Mr. Malay Mondal
Mr. Tapan Ghosh | Mrs. Karabi Chatterjee | Mr. Sitangshu Chakraborty | Mr. Madhusudan Chakraborty | Mr. Amal Karmakar | Mr. Pradip Debdas

Media Partner
Alipur Barta

Pandit Achinta Bhattacharya
President
Mr. Nimai Ghosh
Chairman
Mr. B. Jha
Vice-Chairman

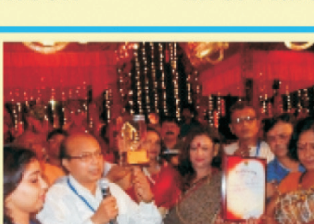

Amit Singh
Sudip Goswami
Atrayee Dutta
9804075591(call), 7278779415(whatsapp only)

M/s. JS Contractor & General Order Suppliers.
(Civil Contractor)
Office :
M.N. Roy Road, Harinavi, Chakraborty Para. Kolkata - 700 148
Email: rsarkar686@rediffmail.com
website : www.jscontractor.com
Mob : 9874473314 / 9883230901 / 9748412618

RPLUS
সবার আগে সবার পাশে
Convenors:
Goutam Dutta
Pijush Chatterjee
Mob : 9903127470 8296170336

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com